NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পুলিশ আক্রান্ত হলে কী পথ খোলা: শমীক

সরশুনার ঘটনায় পুনর্নির্মাণের নামে ধৃতদেরও খালি গায়ে হাঁটাল পুলিশ ৩

কলকাতা ২৮ অক্টোবর ২০২৬ ১০ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.10.2026, Vol. 20 Issue No. 135, 8 Pages, Price 3.00

জোড়া ‘এনকাউন্টার’

বারুইপুরের পুনরাবৃত্তি গাইঘাটায়

গাইঘাটা এনকাউন্টারে হত প্রহ্লাদ দাস।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের ছায়া এবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায়। জঘন্য ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে ফের পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হলো এক মূল অভিযুক্তের। সোমবার গভীর রাতে গাইঘাটার প্রহ্লাদ দাসের এই ‘এনকাউন্টার’ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্ক। ঠিক এর আগে চলতি বছরের জুলাই মাসেই বারুইপুরে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ঠিক এই কায়দায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া এই দুই ঘটনার কার্যকারণ ও পরিণতিতে অদ্ভুত এক মিল খুঁজে পাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল।

নৃশংস অপরাধের সঙ্গে যুক্ত এমন অভিযুক্তদের পরিণতি নিয়ে জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অপরাধের তীব্রতা দেখে সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ ‘বেশ হয়েছে’ বলে স্বস্তি প্রকাশ করলেও, প্রশ্ন তুলছেন মানবাধিকার কর্মীরা ও আইনজীবীরা। অপরাধ যত গুরুতরই হোক না কেন, পুলিশি এনকাউন্টার কি আদৌ বিচারব্যবস্থার সঠিক পথ? নাকি এটি বিচারবহির্ভূত হত্যার শামিল; সেই প্রশ্ন আবারও জোরালো হয়ে উঠেছে। এই ধরনের ঘটনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের যে সুনির্দিষ্ট ১৬ দফা নির্দেশিকা রয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে আইনি মহলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে স্থানীয় একটি অনুষ্ঠান থেকে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর রবিবার সকালে গাইঘাটা থানা এলাকার একটি বাড়ির পিছন থেকে ওই ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত ও বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি ছিল, তাঁকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ ২৩ বছর বয়সি প্রহ্লাদ দাসকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের দাবি, সোমবার গভীর রাতে প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল তদন্তকারী দল। সেখান থেকে ফেরার পথেই হঠাৎ পুলিশের এক অফিসারের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে সে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।

পালাতে গিয়ে খতম ধুলিয়ানেও

ধুলিয়ান এনকাউন্টারে হত সামাউন শেখ।

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার পর এ বার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান। পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় ধস্তাধস্তিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এক অভিযুক্ত। সামশেরগঞ্জে সুজিত মণ্ডল খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ওই যুবকের নাম সামাউন শেখ। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ অগস্ট রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান সামশেরগঞ্জের পুরাতন ডাকবাংলা এলাকার বাসিন্দা সুজিত মণ্ডল। পরবর্তীতে তাঁর খণ্ডবিখণ্ড দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সামাউন শেখ- সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধুলিয়ানে এর আগে বাবা-ছেলে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই নৃশংসতার তুলনা টেনে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে। সুজিতের খুনের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে প্রাথমিকস্তরে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে সুজিতের স্ত্রী বারংবার সাহায্য চেয়েও পাননি বলে অভিযোগ ওঠে, যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই ধুলিয়ান টিওপি-র ইনচার্জ এএসআই সুমন্তকুমার দাস এবং সামশেরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সাইফুল আলমকে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি সামশেরগঞ্জের আইসি সুব্রত ঘোষকে ক্লোজ করে জোনাল আইজি-কে দিয়ে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। এমনকী জঙ্গিপুরের এসপি সুরিন্দর সিংকেও শো কজ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে থাকা ইনস্পেক্টর অক্ষয় পাল ও ইনস্পেক্টর খালেকুজ্জামান-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা ধৃত সামাউনকে নিয়ে সামশেরগঞ্জ থানার পুরাতন ডাকবাংলো এলাকায় সুজিতকে যেখানে খুন করা হয়েছিল, সেখানে যান ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে।

গোটা রাজ্য গুন্ডামুক্ত করে দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এবং মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে একই দিনে দুই অভিযুক্তের পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে ঘটনাদুটি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য এড়িয়ে তিনি বলেন, ‘এনকাউন্টারের বিষয়টি আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বিষয়টি পুলিশ ও সিআইডি দেখছে। ক’টা দিন যেতে দিন, গোটা রাজ্য গুন্ডামুক্ত করে দেব।’ মঙ্গলবার দিল্লি সফর শেষে কলকাতা ফেরার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

একই দিনে রাজ্যের দুই প্রান্তে পৃথক পুলিশি অভিযানে দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সুজিত মণ্ডল হত্যা মামলার অভিযুক্ত সামাউন শেখকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণের সময় তিনি এক পুলিশকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলে অভিযোগ। পুলিশের পাল্টা গুলিতে তিনি গুরুতর জখম হন। পরে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় ধর্ষণ ও খুনের মামলার এক অভিযুক্তও পুলিশি এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণের সময় ওই অভিযুক্তও এক পুলিশকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং গুলি চালায়। পাল্টা গুলিতে তার মৃত্যু হয়। পরপর দুই এনকাউন্টারের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চর্চা শুরু হলেও, তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ ও সিআইডির উপর ছেড়ে দিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অবস্থানেরই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ১৯তম গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের বৈঠকে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: সৌজন্যে এক্স হ্যান্ডল।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র-রাজ্য উদ্যোগ

নজর গঙ্গাভাঙন রোধেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাভাঙন রোধ এবং নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বিহার, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করবে। প্রকল্পের প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা তৈরি করবে আইআইটি কানপুর ও আইআইটি রুরকি। পাশাপাশি গঙ্গাভাঙন রোধে ১২টি স্পার নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠকে মালদা ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গাভাঙন, নদীখাতে পলি অপসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি নদী ব্যবস্থাপনা নিয়েও আলোচনা হয়। সম্প্রতি মালদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, তাও আলোচনায় উঠে আসে। উল্লেখ্য, চলতি আর্থিক বছরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পুরো প্রকল্প ২০২৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এদিন রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি এবং নদী ভাঙন রোধের স্থায়ী সমাধান নিয়ে কেন্দ্রের দরবারে সরব হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ড-এর ১৯তম বৈঠকে যোগ দেন তিনি। এই বৈঠকে তিনি রাজ্যের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি জোরালোভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি দপ্তরের মন্ত্রী সি আর পাটিলের সভাপতিত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি এদিন সম্পন্ন হয়। এই বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের এক্স হ্যান্ডলে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ‘বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি গঙ্গা অববাহিকার অন্যান্য রাজ্যগুলির নদীপাড় রক্ষা, ভাঙন প্রতিরোধ এবং বিপন্ন মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমি উত্থাপন করেছি।’

মাদক খাইয়ে যৌন নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে দুই এনকাউন্টারের ঘটনার মধ্যেই ফের ধর্ষণের খবর সামনে এসেছে। বাগুইআটির এক নাবালিকাকে বিরাটি থেকে হুগলির ব্যান্ডেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদকজাতীয় কিছু খাইয়ে নাবালিকার উপর একাধিক ব্যক্তি যৌন নির্যাতন চালায়। শুধু তাই নয়, ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করে পরে তা দেখিয়ে নাবালিকা ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। মঙ্গলবার বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এই বিষয়ে পরিবারের দাবি, গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নাবালিকা। প্রথমে সে বিরাটিতে যায়। পরে তাকে ব্যান্ডেলের একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সন্ধ্যার পরেও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তাঁকে ফোন করেন মা। তখন নাবালিকা জানায়, সে বান্ধবীর সঙ্গে ব্যারাকপুরে রয়েছে এবং রাত সাড়ে ১০টা বা ১১টার মধ্যে বাড়ি ফিরবে।

অন্ধ্র-ওড়িশায় লাল সতর্কতা, আতঙ্কের প্রহর গুনছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘তীব্র’ থেকে ‘অতি তীব্র’ রূপ নিয়ে ধেয়ে আসছে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’। আর তার প্রভাবেই আতঙ্ক ও উদ্বেগের প্রহর গুনছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলি। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। তবে ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা থাকলেও এর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার বিকেলে সর্বশেষ পাওয়া আবহাওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, অতি শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়টি উপকূল এলাকা থেকে মাত্র ২২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। মধ্য-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার গতিবেগে তাণ্ডব চালাতে শুরু করেছে সে। আলিপুর আহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার ২৮ অক্টোবর সকালেই অন্ধ্রপ্রদেশের বাপতলা ও বিশাখাপত্তনমের মধ্যবর্তী ইয়ানামের কাছে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে এই ঘূর্ণিঝড়। ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৫ থেকে ১৩৫ কিলোমিটার, এমনকী সর্বোচ্চ ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। পরবর্তীতে ২৯ অক্টোবর এটি দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।

এদিকে মঙ্গলবারের সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়

বদলাতে শুরু করেছে আবহাওয়া। উপকূল ঘেঁষা পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ও পটাশপুরে শুরু হয় বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে খড়্গপুরে ভেঙে পড়ে বিশালাকার গাছ। ঝড়ের দাপটে দাঁতন ব্লকের একাধিক এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে বলে খবর। বেলদায় কয়েক সেকেন্ডের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে একাধিক বাড়ি গাছপালা ও বিদ্যুতের খুটি। বিপর্যস্ত হয়ে যায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে। অর্ণবের প্রভাবে বজ্র- সহ বৃষ্টির সতর্কতা ছিলই। আবহাওয়া অফিসের খবর ছিল, সোমবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হবে। বুধবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলতে পারে। সঙ্গে বজ্রপাতের সর্তকতা জারি করা হয়। দাঁতন-সহ খড়গপুর মহকুমার বেশ কিছু এলাকায় ঝড়ের তাণ্ডবে বহু ধান জমি নষ্ট হয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা এবং হাওড়ার একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর বুধবার জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়বে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির (৭০ থেকে ১১০ মিমি) সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানে ঝোড়ো হাওয়ার গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি। এরপর ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গই নয়, উত্তরবঙ্গেও এই সাইক্লোনের প্রভাব পড়তে চলেছে। মঙ্গলবার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকলেও বুধবার থেকেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ২৯ ও ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টিপাতের অর্থাৎ ৭০-১১০ মিমি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আর এক নাগাড় বৃষ্টিতে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে আলিপুর।

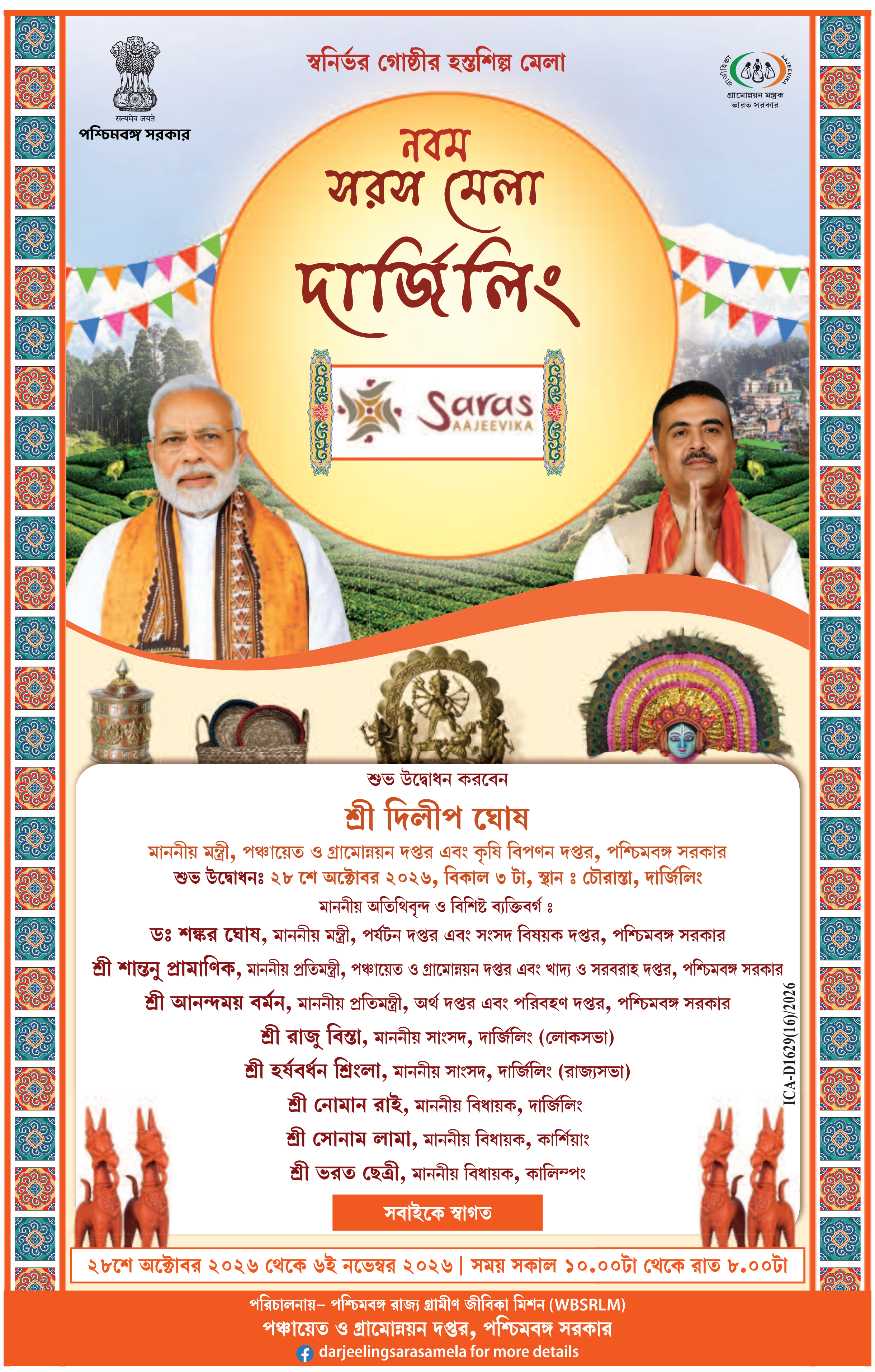

বাইশ গজে ‘অর্ণব’

■ সাইক্লোনের সাক্ষী থাকল ওয়েলিংটন। মঙ্গলবার অভিষেক শর্মা (৩৮ বলে ১১৩) ও বৈভব সূর্যবংশীর (১৯ বলে ৪৫) ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিল ভারত।

সুপ্রিমে আপাত স্বস্তি জ্ঞানেশের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: এসআইআর, ফর্ম ১৬ থেকে শুরু করে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া-একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলা একত্রিত করে মঙ্গলবার শুনানি শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে আপাতত স্বস্তি পেলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। ইতিমধ্যেই একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অন্যান্য অভিযোগগুলিতেও কমিশনের মতামত জানতে চেয়ে নোটিস দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এই হলফনামা মেলার পর মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। ফর্ম ৬ ইস্যুতে সওয়াল করেন রাজ্যসভা সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী। পালটা কমিশনের আইনজীবী জানান, এই নিয়ে সওয়াল চলতে পারে না, কারণ প্রসঙ্গ থেকে একেবারে সরে যাচ্ছে। সেখানে বলা হয়, উত্থাপিত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণভাবে একটিমাত্র সংবাদ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত, পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রশ্ন, সবকিছুই বিবেচনা করা হয়। সুতরাং, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনারদের মতামতও বিবেচনায় থাকে।

একই সঙ্গে হলফনামা জমা দিতে চেয়ে শীর্ষ আদালতের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছেন কমিশনের আইনজীবী।

বকেয়া কর জমা না-দিলে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একাধিক ইস্যুতে মঙ্গলবার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুরসভায় একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক অর্জুন সিং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নোটিশের সাত দিনের মধ্যে জুটমিল-সহ কারখানা কর্তৃপক্ষ বকেয়া কর পরিশোধ না-করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী জানান, গারুলিয়া পুরসভা এলাকায় একটা জুটমিল, ডানবার কটন মিল-সহ অনেকগুলো কারখানা আছে। কিন্তু জুটমিল-সহ কারখানাগুলো কর প্রদান করে না। নোটিশ দেওয়ার সাত দিনের মধ্যে বকেয়া কর না মেটালে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। অপরদিকে নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং জানান, সুষ্ঠু ভাবে ছটপুজো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মন্ত্রী সমস্ত ঘাট সংস্কার করে সাজিয়ে তোলার কথা বলেছেন। তাছাড়া কাঙালি ঘাটে একাধিক ঘরবাড়ি গঙ্গার গ্রাসে চলে গিয়েছে।

উক্ত বৈঠকে মন্ত্রী জানান, পুরসভার তরফে ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ি পুনরায় তৈরি করা হবে। সুনীল সিং আরও জানান, বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জুটমিল-সহ একাধিক কারখানার কর অনেক বকেয়া হয়ে গিয়েছে। নোটিশ দেবার সাতদিনের মধ্যে বকেয়া কর পরিশোধ না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, বৈঠকে আলোচনার মধ্য দিয়ে পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের ৬০ টাকা করে মজুরি বর্ধিত করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন পুরসভার প্রশাসক সঞ্জীব সেন, এক্সিকিউটিভ অফিসার শিব শঙ্কর বণিক-সহ এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য গৌতম বসু, সমীরেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা, দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং প্রমুখ।

হাওড়া-জগদলপুর রুটে বাতিল চার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশের রেল পরিষেবাতেও। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা এবং যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে হাওড়া-জগদলপুর রুটে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী হাওড়া থেকে জগদলপুর এবং উলটো দিকের পরিষেবা মিলিয়ে মোট চারটি ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ১৮০০৫ হাওড়া-জগদলপুর এক্সপ্রেস ২৭ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে না। তার পরিবর্তে জগদলপুর থেকে হাওড়ামুখী ১৮০০৬ নম্বর ট্রেনটি ২৮ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাতিল থাকবে। যদিও শুধু এই পরিষেবাই নয়, রাউরকেলা-জগদলপুর রুটেও বাতিল করা হয়েছে দু'টি ট্রেন। ১৮১০৭ রাউরকেলা-জগদলপুর এক্সপ্রেস ২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। উল্টো দিকের ১৮১০৮ জগদলপুর-রাউরকেলা এক্সপ্রেস ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট রুটে নিরাপদ ট্রেন চলাচলের বিষয়টি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এই সময়ের মধ্যে ওই রুটে যাত্রার পরিকল্পনা করা যাত্রীদের ট্রেনের পরিষেবা সম্পর্কে আগে থেকে খোঁজ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সাগরে নিজের শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার দুপুরের আগেই বিশাখাপত্তনমের দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে ঘূর্ণিঝড়টির স্থলভাগে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে। ল্যান্ডফলের সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪০ কিলোমিটার হতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশায় ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। বিশাখাপত্তনমেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা। ওড়িশার উপকূলবর্তী এলাকায় মঙ্গলবার রাত থেকেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পুরীতে মঙ্গলবার ও বুধবারের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের মূল প্রভাব অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

মেগা গ্রাম সভা আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক (সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ) ২০২৬ উপলক্ষ্যে, সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা অঞ্চলের উদ্যোগে এবং প্রধান কার্যালয়ের সহযোগিতায় বারুইপুরের রবীন্দ্র ভবনে একটি 'মেগা গ্রাম সভা' আয়োজিত হয়েছিল। ৪০০ জনেরও বেশি গ্রাহক অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার কিশলয় অ্যাকাডেমির

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৬ শে অক্টোবর সোমবার বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘরে কিশলয় অ্যাকাডেমিতে জাতীয় কবিতা ও সুরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল বাচিক শিল্পী ঊর্মিমালা বসু, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ড. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদীপ গুপ্ত মহাশয়। প্রত্যেকে সুন্দর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দর্শকবৃন্দকে আপ্লুত করেছেন। কিশলয় একাডেমি শ্রীমতি ঊর্মিমালা বসু এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে কাব্যশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। একইসঙ্গে ডক্টর গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদীপ গুপ্ত মহাশয়কে বরণ করেছেন সাম্মানিক স্মারক দিয়ে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সুস্মিতা ভট্টাচার্য বন্দে মাতারাম জাতীয় সংগীত দিয়ে উদ্বোধন করেন। কিশলয় অ্যাকাডেমির শিশু বিভাগ পরপর দু'টি কবিতা তবলার তালের সঙ্গে আবৃত্তি করে। সংগীতের মূর্ছনায় আপ্লুত করে শিবপুর গীতায়ন রবিচক্র আলাপ এবং অবশ্যই গান্ধার। একক সংগীতে অদিতি ব্যানার্জি শুক্লা চক্রবর্তী গৌতম মুখার্জি, মণিকা মোস্তাফি অপূর্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকেই যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। একক কবিতায় সংযুক্ত দাসগুপ্ত, সাবিত্রী মজুমদার, শুভ্রশ্রী চৌধুরী, শিখা চক্রবর্তী প্রত্যেককেই যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনটি শ্রুতি নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিলা দাস ও কণিকা পালের বউমা ও শাশুড়ি।

শুভশ্রী চৌধুরী, ও শিখা চক্রবর্তী ছাড়াও শুক্লা রায় ও রঞ্জন বোস সুন্দর শ্রুতি নাটক উপহার দিয়েছেন। ছোট্ট সৃঞ্জিতা দাস ডঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোলে উঠে অপূর্ব কবিতা শুনিয়েছেন। তাল বাদ্যে অনবদ্য ছিল অয়ন কুন্ডু। সঞ্চালনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ডক্টর দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈপ্সিতা চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। সমগ্র অনুষ্ঠান ভাবনা ও রূপায়নে ছিলেন অধ্যাপক প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত সহযোগী ছিলেন অনুষ্টুপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাক্তন পুরপ্রধানকে বিজয়ার মিষ্টি খাইয়ে সৌজন্য বিজেপি নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একেবারে অন্য ছবি ধরা পড়ল ব্যারাকপুরে। বিজয়া উপলক্ষে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গেল প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস এবং বিজেপি নেতাদের। প্রাক্তন পুরপ্রধানকে মিষ্টি মুখও করালেন বিজেপি নেতারা।

প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী সোমবার হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, দুই প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস ও প্রশান্ত চৌধুরীকে দলে নিলে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের সামনে তিনি গায়ে কেরোসিন দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। ব্যারাকপুরের বিধায়কের এহেন হুঁশিয়ারি দেবার পর মঙ্গলবার প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাসের বাড়িতে গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করলেন বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য অহিন্দ্র নাথ বসু, রবিন মাল, সঞ্জয় যাদবরা।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য অহিন্দ্রনাথ বসু বলেন, উত্তম দাস অন্য দলের হয়ে রাজনীতি করতেন এবং উনি রাজনীতি ছেড়েও দিয়েছেন। বিজয়া উপলক্ষে ওঁর বাড়িতে তাঁরা সৌজন্য বিনিময় করতে এসেছেন। তবে রাজনীতিতে সৌজন্য থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত, উত্তম দাসের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এপ্রসঙ্গে অহিন্দ্রনাথ বসু বলেন, যোগদানের বিষয়ে রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। রাজ্য কমিটি সম্মতি দিলেই যোগদান প্রক্রিয়া শুরু হবে। স্থানীয় বিধায়ককে নিশানা করে তিনি বলেন, 'আমাদের দল তো সিপিএমের আদর্শের বিরুদ্ধে। তথাপি সিপিএমের বুক স্টলে গিয়ে উনি সিপিএম নেতাদের প্রণাম করেছেন এবং তাদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেছেন।' প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, 'অর্জুন সিং আমার দীর্ঘদিনের নেতা। ২৫-২৬ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। অন্য দলে গেলেও, ওনার সঙ্গে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক বজায় ছিল। যদিও রাজনীতিতে সৌজন্য দরকার। বিজেপিতে যোগদানের বিষয়ে উত্তম দাস বলেন, 'আমি একবারও বলিনি যে, বিজেপিতে যোগ দেব। এমনকি বিজেপির নেতৃত্বের তরফেও আমাকে কেউ যোগদানের কথা বলেনি।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ধনতেরাসে চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে চমক ভরা ধনতেরাস। যা চলবে ৩০ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

ধনতেরাস হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। সোনা , হীরে ও রূপার গয়না বা সামগ্রী কেনার মাধ্যমেই এই উৎসব উৎযাপন করার রীতি। দেবী ধন লক্ষ্মীর আশীর্বাদে এবং সোনা, হীরে ও রূপা থেকে যে উজ্জ্বল ছটা বেরয় তাতেই পরিবারের সুখ, শান্তি আর সৌভাগ্য আসে। তাই এই উৎসবের এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। চমক ভরা ধনতেরাস হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সোনা, হীরে ও রূপার গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী।

ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের প্রভাবে উপকূলজুড়ে সতর্কতা

দেবাশিস দে ● সাগর

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় অর্ণবে। যদিও এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি বাংলার উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও এর পরোক্ষ প্রভাবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি ও দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। এই আশঙ্কার আবহে সুন্দরবনের সাগর ব্লকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে প্রশাসন ও সুন্দরবন পুলিশ জেলা।

সম্ভাব্য দুর্যোগের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের নামিয়ে উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাইকিং চালানো হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম চত্বর থেকে শুরু করে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত জোরদার নজরদারি চলছে। সৈকত সংলগ্ন এলাকার অস্থায়ী দোকানদার, পুণ্যার্থী এবং পর্যটকদের অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তাল ঢেউ ও আচমকা আবহাওয়ার বিপদের কথা বিবেচনা করে পর্যটকদের সমুদ্রে নামার উপরেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

অন্যদিকে, মৎস্য দপ্তরের নির্দেশনায় মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার স্পিডবোট ও নজরদারি দল জলপথে সক্রিয় রয়েছে, যাতে কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে না যান। ইতিমধ্যেই অনেক মৎস্যজীবী ট্রলার নিয়ে ঘাটে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। তবে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ থাকায় উপকূলের মৎস্যজীবী পরিবারগুলির জীবিকায় সাময়িক টান পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মৎস্যজীবী দিব্যেন্দু মাইতির কথায়, 'প্রশাসনের সতর্কবার্তা মেনে আমরা নিরাপদে ফিরে এসেছি, তবে কাজ বন্ধ থাকায় বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।'

এছাড়াও, ভারী বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় যাতে বাঁধ ভেঙে প্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, সেজন্য সাগর ব্লকের কশতলা গ্রাম-সহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর ও দুর্বল নদীবাঁধগুলিতে প্রশাসনিক কর্তারা সশরীরে নজরদারি চালাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা জরুরি পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছেন। নদীবাঁধে নজরদারি, লাগাতার মাইকিং এবং পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি ন্যূনতম রাখাই এখন মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার মাঝে পরবর্তী পরিস্থিতির দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সাগরবাসী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 09/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Sumana Bhattacharjee Chattopadhyay W/o. Saradindu Bikas Chattopadhyay ও Sumana Chatterjee W/o. S Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 07 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Shaw S/o. Kishori Shaw ও Subhas Show S/o. Kishori Show, Kishori, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 25118 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Jahangir S/o. Anisar Sekh & Sekh Jahangir S/o. Anisar Rahaman, Sekh Jahangir S/o. Sekh Anisar and Sk Jahangir S/o. Sk Anisar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, MOUMITA DAS, W/o Kapildeb Kanungo residing at Flat No. J-33, 5/7, Buroshibtala Main Road, Bangur Complex, Behala, Kolkata - 700038 do hereby declare that I have changed my name from MOUMITA DAS to MOUMITA KANUNGO DAS and henceforth I shall be known as MOUMITA KANUNGO DAS in all purpose vide Affidavit No. : 88859 sworn before the Notary Public at Alipore, Kolkata on 07.10.2026. MOUMITA KANUNGO DAS and MOUMITA DAS both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুরজিৎ চৌধুরী পিতা শান্তনু চৌধুরী সাং- আয়মাডাঙা ২নং লেন , পোঃ- চুঁচুড়া আর এস , থানা- চুঁচুড়া , জেলা- হুগলী , পিন-৭১২১০২ বিগত ইংরাজী ৩১ এ জুলাই ২০২৬ সালে এ. ডি. এস. আর- চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- ৬১৫৬ /২০২৬ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সোমনাথ মালিক পিতা- মন্টু মালিক এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা, মৌজা- মহেশপুর , জে.এল নং- ৭৬, হাল খতিয়ান নং ২৯/১ , সাবেক ও হাল দাগ নং- ৫০৮ শুনা জমির পরিমাণ যথাক্রমে ০.০২ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত দলিলে উমাপদ দাস পিতা সানুকুল দাস ২০৯৭ /২০২৫ নং দলিল মূলে সোমনাথ মালিক পিতা মন্টু মালিক কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা এ. ডি. এস. আর চুঁচুড়া অফিসে ১৮/০২/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা (১) শ্রী অসীম কুমার সাহা, পিতা- মৃত রবীন্দ্রনাথ সাহা (২) শ্রীমতী - জলি সাহা, স্বামী - অসীম কুমার সাহা বিগত ইংরেজি 02/08/2022 তারিখে I-12130/2022 ও 16/03/2022,I - 3962/2022 দুটি পৃথক পৃথক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে জেএল- 91 নং বারুইহুদা মৌজায় L.R. 1502, 1503, 11714, 11715 নং খতিয়ানে হইতে L.R.-860, 861, 131/488 নং দাগে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 19/11/2025 তারিখে I -11432/2025 নং দলিল মূলে 0.0495 একর, ও 19/12/2025 তারিখে I -12538/2025 নং দলিল মূলে 0.0280 একর, ও 02/04/2026 তারিখে I - 3051/2026 নং দলিল মূলে 0.0320একর ও 29/01/2026 তারিখে I -712/2026 নং দলিল মূলে 0.0388 ও 22/12/2025 তারিখে I - 12591/2025 নং দলিল মূলে 0.0330একর ও 22/12/2025 তারিখে I-12592/2025 নং দলিল মূলে0.0330 একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তারনামাই কোনরকম অভিযোগ থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর ১ B.L.&L.R.O অফিসে এসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা -সাঁজুয়া, জে.এল. নং - 43, হাল দাগ নং - 532, হাল খতিয়ান নং - 665, রেকর্ডের রায়ত বটকৃষ্ণ বেরা, পিতা মৃত অবিনাশ বেরা মৃত্যু বরণ করেছেন। তার ওয়ারিশান একপুত্র সুনীল বেরা ও এক কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মাঝি বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 13.08.2021 তারিখে 04290 নং দলিল মূলে বাবলু সেখ পিতা মরহুম মহিউদ্দিন সেখ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 নং বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা - নাসিমা সালিম সেখ, স্বামী - মান্নান সেখ, দলিল নং - 5127/2023

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা - দক্ষিণ 24 পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - মাখলিয়া, জে.এল. নং - 44, হাল দাগ নং - 5, 6, হাল খতিয়ান নং - 845, 846, রেকর্ডের রায়ত যোগেশ কুমার মোদী, পিতা মৃত রাম নিরঞ্জন মোদী ও সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল, পিতা মৃত রাম নিবাস আগরওয়াল DSR III আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসে 02.03.2026 তারিখে 03805 নং দলিল মূলে শান্তনু বেরা পিতা অবনী বেরা কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা অজিত মাইতি, পিতা সুকুমার মাইতি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেলদের মধ্যে একজন, শ্রী পি.টি. মোহন দাস সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং এমই/১৩ যার পরিমাপ ৫০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা ''নিভা পার্ক'' নামে পরিচিত ভবনের ৩য় ফ্লোরে (দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে), মৌজা - ব্রহ্মপুর, থানা - রিজেন্ট পার্ক, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১১১, প্রেমিসেস নং এ/২৬০/এমই-১৩, ব্রহ্মপুর-এ অবস্থিত, এর নিরঙ্কুশ মালিক, তিনি এসআর আলিপুরের অফিসে নিবন্ধিত এবং ১৯৯০ সালের বুক নং ১-এ ১০৮২ নম্বর হিসাবে রেকর্ড করা মূল দলিলটি হারিয়ে/ভুল জায়গায় রেখে ফেলেছেন। উক্ত দলিল হারিয়ে যাওয়া/ভুল জায়গায় রাখার বিষয়টি বাঁশদ্রোণী থানায় ০৮-১০-২০২৬ তারিখের জিডিই নং ৫২০-এর মাধ্যমে একটি জেনারেল ডায়েরি হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিতে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকা কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ইমেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রী ব্রজ দুলাল দে, পিতা - প্রয়াত নলিনী রঞ্জন দে, সাং - মদনপুর গাঙ্গুলীপাড়া, পোঃ - মদনপুর, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, গত ইং ০৪/১২/২০২৫ তাং 4 নং বহির ১৩০৩ - ২০১৫ নং ভল্যুমের ৪৯৯২ নং হইতে ৫০০৩ নং পাতার নকলকৃত Kalyani A.D.S.R. অফিরে ৪৪২ নং আমমোক্তার দলিল বলে আমমোক্তার ও স্বয়ং ২. শ্রী সুবোধ রঞ্জন দে, পিতা - প্রয়াত নলিনী রঞ্জন দে, সাং - মদনপুর গাঙ্গুলীপাড়া, পোঃ - মদনপুর, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, উক্ত আমমোক্তার হইতে Kalyani A.D.S.R. অফিসের গত ইং ২২/০১/২০১৬ তাং I-299/16 নং দলিল বলে ৯৯ নং তেঘরী মৌজার এল.আর. ৩৬৭/১ নং ও ৫৬৮/১ নং খতিয়ান ভুক্ত দাগ নং আর.এস.ও.এল.আর ১৩০ মোট ৩৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শ্রী লিটন গুহ, পিতা - প্রয়াত নিখিল রঞ্জন চন্দ্র, সাং - ২ নং গোবিন্দনগর, পোঃ - মদনপুর, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, উক্ত ক্রেতা গত ইং ১৪/০৩/২০১৬ তাং Kalyani A.D.S.R. অফিসের I-1209/16 নং দলিল বলে একই দাগ ও খতিয়ানের সম পরিমাণ জমি বিক্রি করেন শ্রীমতি শিপ্রা নাগ, স্বামী - শ্রী জয়দেব নাগ, সাং ও পোঃ - চাঁপাডাঙা, পিন - ৭১২৪০১, এবং গত ইং 14/07/2016 তাং Kalyani A.D.S.R. অফিসের I-2981 নং দলিল বলে শ্রীমতি শিপ্রা নাগ একই দাগ ও খতিয়ানের ৩.৩ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন শ্রী সুজিত বিশ্বাস, পিতা - শ্রী সুধীর বিশ্বাস, সাং - মদনপুর উত্তর চ্যাটার্জীপাড়া, পোঃ - মদনপুর, পিন - ৭৪১২৪৫, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে chakda B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী বাপী মূর্ম্মু**, পিতা ৺চৈতন মূর্ম্মু, সাকিম সুলতানপুর, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী, হাল সাকিম বেলকুলি, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, পূর্ব বর্দ্ধমান, মহাশয় তাহার বিগত ০৮/০৭/২০১১ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-04595/2011 নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে খরিদা আদিবাসী তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ২ নং জে.এল. ভুক্ত, সুলতানপুর মৌজায়, আর.এস. ১৪২২ তথা হাল এল.আর. ৪১৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪০৫/৬৯৬ তথা হাল এল.আর. ৫২৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৯৪ শতক তন্মধ্যে ৩.৩ শতক বা ২ কাঠা সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৭০২৯২৩৮১৭৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ১১/২০২৪
প্রমীলা নায়েক @ প্রমিলা মন্ডল ও ১ দং ....বাদী
-বনাম-
বুল্টি মন্ডল ও ২ দং ....বিবাদী
উপরে উল্লিখিত বাদীর তরফে খবরেরকাগজে বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ
সবিনয়ে নিবেদন এই যে:
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **প্রমীলা নায়েক @ প্রমিলা মন্ডল**, বয়স-৩৯ বছর, স্বামী- প্রয়াত প্রদীপ মন্ডল, এবং নাবালক **সূর্য্য মন্ডল**, বয়স-৫ বছর, পিতা-প্রয়াত প্রদীপ মন্ডল (প্রতিনিধিত্বাধীনে প্রমীলা নায়েক @ প্রমিলা মন্ডল), উভয়ের বর্তমান সাকিম- গুপ্তিপাড়া, পোঃ-গুপ্তিপাড়া, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৫১২, উক্ত **প্রদীপ মন্ডল**-এর (জীবিত থাকাকালীন) নামে থাকা ২ টি **এল.আই.সি. পলিসি যাহার নাম্বার ৪৬৮৩৯৮০৫৯ এবং ৪৬৮৫৭০২২৭ এবং যাহার মোট মূল্য ৩,২০,০০০/- (তিন লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা**, তাহার মৃত্যুর পরবর্তীতে এল.আই.সি. অফিস, কালনা ব্রাঞ্চ হইতে সংগ্রহের নিমিত্তে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া হুগলী জেলার চুঁচুড়াস্থিত মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট মহোদয়ের আদালতে বিবিধ অ্যাক্ট ৩৯ মামলা দায়ের করিয়াছেন যাহার নং- **১১/২০২৪** হইতেছে এবং তাহা যথাযথভাবে জারি/প্রাপ্তি হইবার পরে মামলায় ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ অদ্যাবধি উক্ত আদালতে হাজির হইয়াছেন।
এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে জানানো যাইতেছে যে, যদি উক্ত মামলায় কোনও ব্যক্তি কোনও বক্তব্য/আপত্তি জানাইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে **এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে** তৎপরবর্তী ধার্য তারিখে মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, চুঁচুড়া, হুগলী আদালতে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আপনার নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে হাজির হইয়া তাঁহার আপত্তি (যদি থাকে) দাখিল করিতে পারেন।
উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত তারিখে বা তৎপরবর্তী ধার্য তারিখে কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তি হাজির না হইলে, তাহাদের অনুপস্থিতিতেই একতরফা উক্ত মামলার কার্যক্রম গৃহীত হইতে মহামান্য আদালত বাধ্য থাকিবে এবং তজ্জনিত কোনো ক্ষতি বা অসুবিধার জন্য এই আদালত বা বাদী কোনোরূপেই দায়ী থাকিবেন না।
উকিলবাবুর চেম্বারে এবং উকিলবাবুর তদারকিতে প্রস্তুত হইল
Dipankar Bhar
উকিলবাবুর স্বাক্ষর
Amlan Sen
সেরেস্তাদারের স্বাক্ষর,
District Delegate Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৮ অক্টোবর ২০২৬, ১০ কার্তিক ১৪৩৩, বুধবার

পুলিশ আক্রান্ত হলে কী পথ খোলা: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাইঘাটার ঘটনাকে তথাকথিত 'এনকাউন্টার' বলতে নারাজ হলেও, পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকারের সপক্ষে এবং বিগত তৃণমূল জমানার শাসনকালকে বিঁধে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। এদিন গাইঘাটা ও বারুইপুরের মতো ঘটনায় পুলিশি পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশ যদি বারবার আক্রান্ত হয়, তাদের সামনে কী পথ খোলা? কোনও পরিস্থিতিতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়, সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বোঝাতে চান যে অপরাধীরা যখন পুলিশকে আক্রমণ করে বা অস্ত্র ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে, তখন আত্মরক্ষায় পালটা জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

পাশাপাশি মঙ্গলবার তৃণমূল জমানার প্রশাসনিক রাজনীতিকরণ নিয়েও সরব হন শমীক। বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন প্রশাসনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিযোগ, বিগত জমানায় প্রশাসন নিজের স্বাধীন কর্মশৈলী হারিয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলনে চলত এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হতো। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকেও প্রহসন বলে ফের তোপ দাগেন শমীক।

তৃণমূল জমানায় পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং গণনাকেন্দ্রের অনিয়মকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি মঙ্গলবার বলেন, আপনজনদের হারিয়ে বা অত্যাচার সহ্য করে বিজেপির মহিলা প্রার্থীরা রাত দেড়টা পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রে বসে থেকেছেন। তারপর রিকাউন্টিংয়ের নামে সম্পূর্ণ অন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা মূল প্রার্থী নিজেই জানতেন না। এছাড়াও তৃণমূল জমানাতে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্যাতন নিয়েও সরব হন শমীক। অতীতে রাজ্যে হওয়া বিভিন্ন দমনপীড়নের কথা উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কি অম্বিকেশ মহাপাত্রকে ভুলে গেছি? আমরা কি তানিয়া ভরদ্বাজকে ভুলে গেছি?'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাংলায় বাক্ স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, 'গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কতজন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন, কতজন সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সঠিক তথ্যের অভাবে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছেন, তার কোনো হিসেব পাওয়া যায় না।' এরপরই তিনি ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেই দাবি করেন। রাজ্যে বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবি তুলে তিনি জানান যে, তৃণমূলের আমলে বাংলায় যে একনায়কতন্ত্র ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা থেকে আজ মানুষ মুক্ত। ভারতের অন্য কোনও রাজ্যের মতো এখানেও আর কোনও স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রয়োজন নেই, বরং কড়া হাতে অপরাধ দমন করে প্রকৃত আইনের শাসন কায়েম রাখাই লক্ষ্য। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট করে দিলেন যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এই কড়া জিরো-টলারেন্স নীতি এবং পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকারকেও তাঁরা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

সরশুনার ঘটনায় পুনর্নির্মাণের নামে ধৃতদেরও খালি গায়ে হাঁটাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতার বুকেই এক তরুণ ও তাঁর বাবাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বেহালার সরশুনা। ১৩ বছরের এক কিশোরীকে চুম্বনের অভিযোগ তুলে ১৯ বছরের এক তরুণ, তাঁর বাবা এবং এক বন্ধুকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন ও বিবস্ত্র করে প্রায় ৫০ মিটার রাস্তা হাঁটানোর অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যাওয়ার পর পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার সকালে অপরাধের পুনর্নির্মাণের নামে সেই ধৃতদেরই খালি গায়ে ও খালি পায়ে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানোর ছবি সামনে আসতেই নতুন করে আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সরশুনা থানা এলাকার বসুন্ধরা পার্ক ও ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় দীর্ঘদিনের একটি প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই গোলমালের সূত্রপাত। ১৯ বছরের রোহিত মালিক ও তাঁর বন্ধু রুদ্র দাস এলাকার এক ১৩ বছরের নাবালিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কিশোরীর পরিবারের লোকজন তাঁদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন। অভিযোগ, এর পরেই ওই তরুণ ও তাঁর বন্ধুকে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং খবর দিয়ে ডেকে পাঠানো হয় তরুণের বাবাকে।

নিগৃহীত তরুণের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে তরুণের বাবাকে তিনটি চরম অপমানজনক শর্ত দেওয়া হয়েছিল। হয় নিজের হাতে ছেলেকে গুলি করতে হবে, নয়তো ছুরি দিয়ে কোপাতে হবে, অথবা ধর্ষণ মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি মেনে নিতে হবে, এই শর্তগুলির মধ্যে কোনওটিই না-মানলে তাঁদের নগ্ন হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হয়। প্রাণ বাঁচাতে ও চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বাবা ও ছেলে নগ্ন হয়ে গলির মধ্যে প্রায় ৫০ মিটার পথ হাঁটেন। এমনকি গোটা ঘটনার ভিডিও করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই বর্বরোচিত ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই স্তম্ভিত হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে স্থানীয়দের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে কিশোরীর বাড়িতে চড়াও হন এবং এক অভিযুক্ত মামাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

তরুণের বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সরশুনা থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারা এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। পুলিশ এই ঘটনায় কিশোরীর বাবা প্রদীপ সরকার, মামা রাহুল বর্মন ও মা রিঙ্কু সরকারকে গ্রেপ্তার করে। এর পর মঙ্গলবার সকালে সরশুনা এলাকায় মামলার তদন্ত ও ঘটনার পুনর্নির্মাণের নামে চাঞ্চল্যকর পদক্ষেপ করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজনকে, প্রধানত কিশোরীর বাবা, মামা ও অন্য এক অভিযুক্তকে কোমরে দড়ি বেঁধে, শুধু হাফ-প্যান্ট ও বারমুডা পরিয়ে খালি গায়ে ও খালি পায়ে এলাকার রাস্তায় ঘোরানো হয়।

পুলিশের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ প্রশ্ন তোলেন, পুলিশের কর্মবিধিতে এটা কোথায় আছে তা নিয়ে। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতাতে এমন কিছু আছে কি না সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি তিনি জানান, পুলিশের কাজ আইন রক্ষা করা, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নয়। সমস্ত আইন অমান্য করে রাজনৈতিক নির্দেশ পালন করছে পুলিশ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন কালীঘাট তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি এই ধরনের ঘটনাকে 'সভ্যতার কলঙ্ক' বলে অভিহিত করে প্রশ্ন তোলেন, 'পুলিশ খালি গায়ে আর খালি পায়ে হাঁটালেই কি অপরাধের শাস্তি হয়ে যাবে?'

আইনজ্ঞদের একাংশ স্মরণ করিয়ে দেন, এর আগেও রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে ধৃতদের কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছে। চলতি বছরের জুনেই কলকাতা হাইকোর্ট একটি জনস্বার্থ মামলায় স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল যে, পুলিশ আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে এবং পদক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে তার সম্মানহানি করতে পারে না। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ সেবার স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল, দোষ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ফাঁসিও হতে পারে, কিন্তু গ্রেপ্তারের নামে আইন ভেঙে সম্মানহানি বরদাস্ত করা যায় না।

খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের হানা, রান্নাঘরে আরশোলা! দু'দিন বন্ধ রেস্তোরাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল শহরজুড়ে খাদ্যসুরক্ষা দফতরের সাঁড়াশি অভিযান। পুজোর পরেও সেই অভিযান অব্যাহত। একের পর এক নামজাদা রেস্তোরাঁ ও নামী মিষ্টির দোকানে হানা দিয়ে উদ্ধার হচ্ছে ছত্রাক পড়া মাংস, পচা ছানা ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার। একাধিক নামী প্রতিষ্ঠানের ঝাঁপ ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবার সেই কঠোর পদক্ষেপের কোপ পড়ল শহরের অন্যতম জনপ্রিয় খাদ্য বিপণি হলদিরামে। অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের অভিযোগে কৈখালির হলদিরাম আউটলেট আপাতত দু'দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিল খাদ্যসুরক্ষা দপ্তর।

মঙ্গলবার দুপুরে খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল আচমকাই হাজির হয় কৈখালির হলদিরাম আউটলেটে। আধিকারিকরা সোজা প্রবেশ করেন রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে। আর সেখানেই ভেসে ওঠে চরম অস্বাস্থ্যকর ও আশঙ্কাজনক দৃশ্য। অভিযোগ, রান্নাঘরের বিভিন্ন অংশে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে নোংরা-আবর্জনা। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, খাবার তৈরির জায়গার আশপাশেই অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। উৎসবের মরশুমে শহরের এত বড় একটি ব্র্যান্ডের রান্নাঘরে এমন চরম গাফিলতি দেখে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন খাদ্যসুরক্ষা আধিকারিকরা।

ঘটনাস্থলেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আধিকারিকরা। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী দু'দিন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে এই আউটলেট। এই সময়ের মধ্যে পুরো রান্নাঘর ও খাবারের এলাকা ভালোভাবে পেস্ট কন্ট্রোল করতে হবে এবং ব্লিচিং ও জীবাণুনাশক দিয়ে পুরোপুরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। আধিকারিকরা জানান, নির্দেশমতো কাজ শেষ হলে তাঁরা পুনরায় রান্নাঘর পরিদর্শন করবেন। যদি পরিচ্ছন্নতার মান নিয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন, তবেই ফের রেস্তোরাঁ খোলার অনুমতি দেওয়া হবে, অন্যথায় নেওয়া হতে পারে আরও বড় আইনি পদক্ষেপ।

চোরবাগান-কাণ্ড

আতশকাচের তলায় ১৫ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর উৎসবের আনন্দের আবহেই সপ্তমীর সন্ধেয় ১৯ জন দর্শনার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে লালবাজার। তদন্তকারী গোয়েন্দাদের মতে, ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট থেকে সাড়ে ৭টা, এই মাত্র ১৫ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজই উন্মোচন করতে পারে সমগ্র মর্মান্তিক দুর্ঘটনার আসল সত্য।

পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট বক্তব্য, অতিরিক্ত ভিড় এবং বদ্ধ মণ্ডপের ভেতরে বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত পথ না-থাকায় অক্সিজেনের তীব্র ঘাটতি দেখা দেয়। সেই কারণেই শ্বাস আটকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অনেকে, অসুস্থ হয়ে পড়েন আরও বহু দর্শনার্থী।

এদিকে তদন্তে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার ঠিক আগে আগে মণ্ডপের বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় প্রস্থান গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শনার্থীরা বাইরে বেরতে চাননি। ঠিক সেই সময় অন্যদিকে প্রবেশ পথ দিয়ে শত শত মানুষ গাদাগাদি করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। দু'দিকের এই অসম মুখোমুখি চাপের ফলেই মণ্ডপের ভেতরে প্রবল জনস্রোত আটকা পড়ে এক দমবন্ধকর ও ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি করে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং ডিউটিতে থাকা একাধিক পুলিশকর্মীর বয়ান লালবাজারের হাতে এসেছে। জানা যাচ্ছে, পুলিশকর্মীরা হ্যান্ডমাইক ও চেঁচামেচি করে দর্শনার্থীদের অনবরত বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আকুল অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। নতুন করে কাউকে ভেতরে ঢুকতে না-দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও চালিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু উৎসবের উন্মাদনায় মাতাল দর্শনার্থীদের একাংশ পুলিশের সেই নির্দেশ বা সতর্কবার্তায় বিন্দুমাত্র কান দেননি।

এদিকে প্রশ্নের মুখে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকাও। কারণ, পুজো কমিটির পক্ষ থেকে যে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল, তাঁদের ভূমিকা নিয়ে চরম ক্ষোভ ও প্রশ্ন তুলেছেন লালবাজারের কর্তারা। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, কোনও পেশাদার বা স্বীকৃত সিকিউরিটি এজেন্সি থেকে এই রক্ষীদের আনা হয়নি। পুজো উদ্যোক্তারা স্রেফ স্থানীয় কিছু যুবকদেরই নিরাপত্তারক্ষীর ব্যাজ পরিয়ে দায়িত্বে বসিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই, এই ধরনের বিপুল ভিড় সামলানো বা জরুরি অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কোনও পেশাদার প্রশিক্ষণ তাঁদের ছিল না। ভিড় সামলাতে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাই পরিস্থিতিকে আরও অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে।

নিরাপত্তায় চরম গাফিলতির এই সমস্ত তথ্য উদঘাটন করতে এবং কোথায় কোথায় বড় ভুল হয়েছিল তা স্পষ্ট করতে ইতিমধ্যেই পুজো কমিটির কর্তাদের দফায় দফায় জেরা করছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। সেই সঙ্গে ৭১৫ থেকে ৭৩০ পর্যন্ত ১৫ মিনিটের গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। লালবাজারের কর্তাদের আশা, সিসিটিভি ভিজ্যুয়াল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মিলিয়ে দেখলেই সমস্ত রহস্যের জট ছাড়ানো সম্ভব হবে।

দর্শকদের সুরক্ষায় মণ্ডপের রাস্তা বাড়াচ্ছে ফাটাকেষ্ট কালীপুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর সপ্তমীর রাতে উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন কমিটির মণ্ডপে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ১৯ জন দর্শনার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুর সেই কালো অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আসন্ন কালীপুজোতে দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে কলকাতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ 'ফাটাকেষ্টর কালীপুজো' (নব যুবক সংঘ) কমিটি। তাই এবার সংকীর্ণ গলির মধ্যে বিপুল জনজোয়ার সামলাতে মণ্ডপের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নিল পুজো কমিটি। নব যুবক সংঘের এই পুজোটি প্রতি বছরই উত্তর কলকাতার একটি মাত্র ১৫ ফুটের সরু গলিতে অনুষ্ঠিত হয়। মহালয়া থেকেই শুরু হয়েছে মণ্ডপ তৈরির কাজ এবং আগামী শনিবার এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার বিষয়ে পুজো কমিটির সহ-সম্পাদক ধনঞ্জয় ধর জানান, প্রতি বছরই এখানে মণ্ডপের মূল মঞ্চটি উঁচুতে তৈরি করা হয়, যার নিচ দিয়ে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। চোরবাগানের ঘটনার পর এবার সেই যাতায়াতের পথটিকে আরও বেশি চওড়া করা হয়েছে। গলির সিংহভাগ অংশই দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হচ্ছে, যাতে কোনও ভাবেই হুড়োহুড়ি বা সংকীর্ণতার কারণে কোনও বিপত্তি না-ঘটে। এছাড়াও পুজো কমিটির জিনিসপত্র আনার জন্য কেবল একটি অত্যন্ত সরু অংশ ব্যবহার করা হবে, বাকি পুরো রাস্তাটাই সাধারণ মানুষ ও স্থানীয়দের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অগ্নিকাণ্ড বা অন্য যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সহ-সম্পাদক আরও জানান যে, মণ্ডপের ভেতর ও বাইরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি বাজির আগুন থেকে পুজো মণ্ডপকে বাঁচাতে ত্রিপলের ওপর টিনের ছাউনি দেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপের দু'পাশের বাড়ির ছাদে বালির বস্তা মজুত রাখার পাশাপাশি মোতায়েন থাকবেন পুজো কমিটির নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকরা। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে মণ্ডপ চত্বরে উপস্থিত থাকবে দমকলের গাড়ি, অসুস্থ দর্শকদের জন্য সর্বক্ষনের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এবং একটি হেলথ চেকআপ ক্যাম্প।

গাইঘাটায় ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের মৃত্যুতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিবারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায়। মঙ্গলবার দুপুরে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বারাসত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত যুবকের মা। অন্যদিকে, ছেলের মৃত্যুতে কঠোর ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করলেও 'নাগরিক হিসেবে' পুলিশের এই পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে তাঁর বাবা-মাকে।

বৈকুণ্ঠপুর বাজারে প্রহ্লাদের বাবার সেলুনের দোকান রয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই আকস্মিক পরিণতিতে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার পর চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে যখন ছেলের দেহ গাড়ি করে ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন হাসপাতালের বাইরে থাকা মা ঝট করে উঠে দাঁড়ান। সামনে পুত্রের দেহ দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি। বলতে থাকেন, 'আমার কথা একবারও ভাবলি না! এ কী অন্যায় করলি বাবা।' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালের বিছানায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। একইসঙ্গে মায়ের আক্ষেপ, ছেলে গুরুতর অপরাধে গ্রেপ্তার হলেও তিনি নিজে কোনও প্রমাণ হাতে পাননি। তিনি বলেন, 'আমার শিক্ষিত ছেলে অন্যায় করেছে, শাস্তি পাক এটাই চেয়েছিলাম। পুলিশকেও বলেছিলাম। কিন্তু এনকাউন্টার চাইনি। এত গার্ড থাকতে কী ভাবে পালাচ্ছিল ও! পালাচ্ছিল নাকি!' এর পরেই যোগ করেন, 'মা হিসেবে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নাগরিক হিসেবে খুশি। আমার মেয়ের সঙ্গে এমন হলে তখন তো আমি শাস্তিই চাইতাম। আশা করব, আর কেউ যেন এমন ঘৃণ্য কাজ না-করে।' অন্যদিকে, ছেলের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ বিপরীত সুর শোনা গিয়েছে প্রহ্লাদের বাবার গলায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'আমি খুব খুশি। যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত কাজ হয়েছে। বিশাল খুশি হয়েছি আমি।'

দুর্গাপুজো শেষে ব্যানার-হোর্ডিং সরানোর কড়া নির্দেশ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজো শেষ হতেই শহরের পথঘাট পরিষ্কার রাখতে ও সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে কড়া নির্দেশ কলকাতা পুরসভার। আগামী বুধবারের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা থেকে পুজোর সমস্ত অস্থায়ী বিজ্ঞাপনের ব্যানার, ফ্লেক্স, হোর্ডিং এবং সেগুলি টাঙানোর জন্য তৈরি বাঁশের কাঠের কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা পুজো উদ্যোক্তারা নিজ দায়িত্বে এসব না-সরালে কঠোর পদক্ষেপ করবে পুর কর্তৃপক্ষ।

পাশাপাশি পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্থায়ী বিজ্ঞাপন না-সরালে পুরসভাই সেগুলি সরানোর উদ্যোগ নেবে। তবে সেই বাবদ সমস্ত খরচ সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটি বা বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছ থেকেই আদায় করা হবে। শুধু খরচ আদায়ই নয়, এর পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত হারের অন্তত তিন গুণ পর্যন্ত মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হতে পারে বলেও পুরসভা সূত্রের খবর।

পাশাপাশি এবারে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরসভা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। সূত্রের খবর, এ বছরের দুর্গাপুজোয় বিজ্ঞাপন লাগানোর আগে প্রতিটি পুজো কমিটিকে পুরসভার কাছ থেকে এনওসি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ফলে কোন পুজো কমিটি বা সংস্থা শহরের কোথায় কোথায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার যাবতীয় তথ্য ও রেকর্ড পুরসভার কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। ফলে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপন না-সরানো হলে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে আইনি ও আর্থিক ব্যবস্থা নিতে পুরসভার অসুবিধা হবে না।

এদিকে সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মানিকতলা, খান্না, শ্যামবাজার, মৌলালি, ইএম বাইপাসের কয়েকটি অংশ, পাটুলি এবং গড়িয়ার বেশ কিছু এলাকা থেকে বিজ্ঞাপনের ব্যানার ও কাঠামো সরানোর কাজ শেষ হয়েছে। তবে শহরের সর্বত্র চিত্রটি এখনও সমান নয়। গোলপার্ক, ঢাকুরিয়া, টালিগঞ্জ, যাদবপুর এবং বেহালার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এখনও প্রচুর হোর্ডিং ঝুলে রয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পুরসভার এই কড়া পদক্ষেপের ফলে পুজো-পরবর্তী সময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট দ্রুত পরিষ্কার করা সম্ভব হবে এবং অস্থায়ী বিজ্ঞাপনের কারণে তৈরি হওয়া বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা অনেকটাই কমবে।

পুরো এসআইআর হলে আরও নাম বাদ যাবে, আমরা চাই এসআইআর সম্পূর্ণ হোক: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে মঙ্গলবার কালীঘাট নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিন স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান, রাজ্যে এখনও সম্পূর্ণ ভাবে 'এসআইআর' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি। যদি এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি ও সফল ভাবে শেষ করা যায়, তবে ভোটার তালিকা থেকে আরও বহু ভুয়ো নাম বাদ পড়বে। সম্প্রতি ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তির প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেন শমীক ভট্টাচার্য।

এই বিষয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতির দাবি, এ দেশের মানুষ কোনও ভয়-ভীতি বা রক্তপাত ছাড়াই নির্বাচন দেখার অধিকার রাখেন। ভোটার তালিকার শুদ্ধকরণ নিয়ে শমীকের বক্তব্য স্পষ্ট, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, জামাতিদের ভোটার লিস্ট থেকে বার করে মানুষ নির্বাচন দেখেছে। এছাড়াও রাজ্যের জনবিন্যাস ও অনুপ্রবেশের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ কোনও ধর্মশালা নয়। মঙ্গলবার রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের পক্ষে সওয়াল করে শমীক ভট্টাচার্য সাফ জানান, 'আমাদের এখানে পুরো এসআইআর হয়নি। পুরো এসআইআর হলে আরও নাম বাদ যাবে। এবং আমরা চাই এসআইআর সম্পূর্ণ হোক।'

সম্পাদকীয়

ইন্ডিয়া জোটের আন্দোলনের জেরে চরম বিপাকে দিল্লির ব্যবসায়ীরা

আমাদের কিচ্ছু চাই না, শুধু এই লাগাতার বিক্ষোভ, আন্দোলন থামান! দিওয়ালির মুখে এসে এটাই এখন একমাত্র প্রার্থনা দিল্লির ব্যবসায়ীদের। কখনও ইন্ডিয়া জোট, কখনও বা সিজেপি, নানা ইস্যুতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধ পথে সবাই। সবারই লক্ষ্য দিল্লি। কখনও যন্তর মন্তর, কখনও রামলীলা ময়দান, টানা চলছে প্রতিবাদ, ধরনা। আর এতেই নাভিঃশ্বাস উঠেছে রাজধানীর ব্যবসায়ীদের। বিক্রিবাটা কার্যত লাটে উঠেছে। রাস্তা বা ফুটপাতের ছোট ব্যবসায়ীদের অবস্থা আরও করুণ। সেই সব দিন আনি। দিন খাই-রা পড়েছেন আরও বিপদে। এই অবস্থায় উৎসব মিটতেই ফের ৩০ অক্টোবর থেকে আন্দোলনের ঘোষণা করেছে ইন্ডিয়া জোট। সামনেই দিওয়ালি। এর জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কর্মসূচি ঘোষণা হতেই ফের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তারা। মোদি, রাহুলের কাছে আর্জি জানিয়েছেন দিল্লির ট্রেডার্সরা। তারা বলছেন, দীপাবলি ব্যবসার মরশুম। এখন এই আন্দোলন বড় ক্ষতি করবে। সমস্যার গুরুত্ব বুঝে বিষয়টি দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার কাছেও আবেদন জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা। বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধির কাছেও বিষয়টি জানিয়েছেন তারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, অক্টোবর ২৫ থেকে নভেম্বরের ১ তারিখ পর্যন্ত রাজধানীর বুকে চলবে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। যার ফলে প্রবল যানজটের সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাফিক এড়াতে বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন না ক্রেতারা। এর ফলে বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ক্ষতি হবে ছোট দোকানিদের। যা দীপাবলির আলোয় অন্ধকার নামিয়ে আনবে তাদের পরিবারে। তাদের আর্জি, আন্দোলন হোক, কিন্তু দিওয়ালির পর। কিন্তু এই পরিযায়ী নেতারা কি সেটা বুঝবেন? এই যে কথায় কথায় দিল্লি এসে আন্দোলন করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার খেলা আর কতদিন চলবে? প্রায় প্রতিটা রাজ্যের বাতিল নেতাদের এই দিল্লি পলিটিক্স অবিলম্বে বন্ধ হোক।

শব্দছক ২৯৬

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ১. ঈশ্বর ৫. অবস্থান স্খলন ৮. আলাদা রকম ৯. শরীর ১২. ওজন ১৩. পাষাণ ১৫. প্রত্যুষের কর্মাদি ১৬. কুড়ি কাঠায় যা হয় ১৭. হীরে ১৮. মূল্য ১৯. আকর্ষণ ২০. অতিক্রমণ

ওপর-নিচ: ১. উদারতা ৩. দিক নির্ণয়ের জন্য স্থির তারা ৪. মৃত্যুর অধিদেবতা ৫. উপকারের বিপরীত ৬. কুমীর ৭. মাখন ১০. জীবন চালনার জন্য ঈশ্বর নির্ধারিত পন্থা ১১. ক্ষতিকারক রীতি ১২. অব্যক্ত স্থিতি ১৩. অশুভ নক্ষত্রের একটি ১৪. প্রকার ১৬. অকৃতকার্য্য ১৮. স্বত্ব ত্যাগপূর্বক অর্পণ

সমাধান ২৯৫ — পাশাপাশি: ২. মায়াময় ৫. রচনা ৭. কুল ৮. কম ৯. পানাপুকুর ১১. আশা ১২. স্তর ১৩. সুরা ১৪. পিক ১৬. অবাধ্য ছেলে ১৮. পারা ১৯. বদ ২০. কানন ২১. চানজল

ওপর-নিচ: ১. পরকলা ২. মানব ৩. ময়না ৪. ঝালর ৬. চর্ম ৭. কুকুর ৯. পাশা ১০. পুস্তক ১১. আরাধ্য ১৩. সুবাদ ১৪. পিলে ১৫. বরাননা ১৬. অবলা ১৭. ছেদন ১৮. পান ২০. শাল

আজকের দিন

■ **১৯৬২ —** কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের অবসান ঘটে যখন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ কিউবায় অবস্থিত সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলো ভেঙে ফেলার ও সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

■ **১৯৬৫ —** মিসৌরির সেন্ট লুইসে ৬৩০ ফুট উঁচু ‘গেটওয়ে আর্চ’-এর নির্মাণকাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।

জন্মদিন

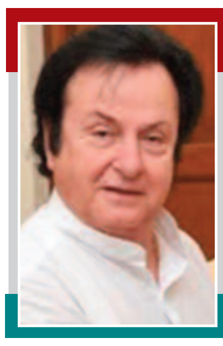

১৯৪৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জর্জ বেকারের জন্মদিন।

১৯৫৮ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় হরপ্রীত গিলের জন্মদিন।

১৯৫৯ বিশিষ্ট বক্সার অশোককুমারের জন্মদিন।

জর্জ বেকার

পিছনে পড়ে থাকা ভগবতীপূজা এ আমলে এগিয়ে এল স্বমহিমায়

স্বপনকুমার মণ্ডল

১৭ অক্টোবর মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার চোরা বাগানের শারদীয় দুর্গোৎসবে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হুড়োহুড়ি ও পদপিষ্ট হয়ে উনিশ জন দর্শনার্থীর মৃত্যু ও অসংখ্যের আহত হওয়ার ঘটনা রাজ্য জুড়ে আকস্মিক শোকের আবহ তৈরি করে। এতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলতে গেলেও আবার তা নীচে নেমে আসে। তখন মনে হয় সলতে পাকানোর কাজটি অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। সেদিন শুধু তার প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর রূপটি সামনে এসেছে মাত্র। মা দুর্গার পূজা নাম কে ওয়াস্তে সম্পন্ন করে তাকে কেন্দ্র করে আনন্দযাপনের হরেক আয়োজনে উৎসবের রকমারি আলোর তীব্র প্রতিযোগিতায় জনজোয়ারের রূপান্ধতায় পতঙ্গের অনলাহুতির মতো স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। তার শিকারে উনিশটি তরতাজা প্রাণের আকস্মিক অপঘাতে মৃত্যুর মর্মান্তিক পরিণতি পরোক্ষে আমাদের বিকৃতিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমোদে বাঙালির শারদোৎসবের আনন্দ উন্মাদনাই সময়ান্তরে আরও বিনোদনমুখর, আরও প্রতিযোগিতামুখী। আমাদের মনে, মননে অনেকদিন থেকে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করে। মা দুর্গার পূজা দুর্গোৎসব থেকে শারদোৎসবে শুধু বিস্তার লাভ করেনি, তা ধর্মপ্রাণ বাঙালি জীবনকে উপেক্ষা করে আনন্দযাপনে সর্ববৃহৎ উদযাপনের আয়োজনে সামিল করেছে। উপলক্ষ যখন লক্ষ্য হয়ে ওঠে,তখন লক্ষ্য শুধুই ভ্রষ্ট হয় না, বিকৃতকামী ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। পুজোর লক্ষ্যই আজ বিকৃত, বিভ্রান্ত। তা আনন্দযাপনের মহোৎসব ভক্তির পুণ্যবোধে জারিত নয়, তা বিস্ময়কর প্রদর্শনীর পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যয়বহুল তাক লাগানো জনপ্রিয় আয়োজন। সেখানে আগমনির হাতছানির মধ্যেই আনন্দযাপনে তীব্র প্রতিযোগিতামুখর মনোহারী আমন্ত্রণ জেগে ওঠে। জনমোহিনী বিনোদনে দুর্গোৎসবের ঘটা বাঙালির ভগবানের ঘরণী রূপে ভগবতী পূজার চেতনায় মুখ ফিরিয়ে মহামায়ার রূপমাধুরীকে বহুরূপে সামিল করে আদতে তাঁর শিল্পরূপেই বিভ্রান্তির অবকাশ রচনা করেছে। সেখানে মানুষের রূপে দুর্গতিনাশিনী দেবীর জনপ্রিয় প্রদর্শনী করার মধ্যেই তার বিপথগামী পথ বিস্তার লাভ করে চলে। সেক্ষেত্রে উৎসবের ফেরে পূজা অস্তিত্ব সংকটে,আনন্দযাপনে বিপন্ন দর্শনার্থী।

শরতের অসময়ে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনে পূজিত দেবী দুর্গা শুধু সময়ান্তরে বিপুল জনপ্রিয়তাই লাভ করেননি,বাঙালির শারদোৎসবের দেবী হয়ে উঠেছেন। ‘পূজা’ থেকে পুজো, পার্বণ থেকে উৎসব সবেতেই দেবী দুর্গার মাতৃত্বের সর্বজনীন বিস্তার। শুধু তাই নয়, শারদোৎসবকেন্দ্রিক বাঙালি জীবনের যাপনচিত্রেও বছরভর পুজোর প্রতীক্ষা, ব্যবসা থেকে অবসর যাপন, ঘরে ফেরা থেকে ভ্রমণের আয়োজন,নতুন করে সেজে ওঠা থেকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস সর্বত্র তার আসমানি বিস্তার। শুধু তাই নয়,শারদোৎসব এখন সবচেয়ে বড় বিনোদনী প্যাকেজ,তা নিজেই একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। সপরিবারে মা দুর্গার আগমনি থেকে বিজয়ার চারপাঁচদিন ধরে আমুদে বাঙালির মেতে ওঠার জন্য বছরভর প্রতীক্ষার মধ্যেই তার নিবিড় প্রভাব বাঙালির যাপনকেই আপন করে নিয়েছে। সেখানে পাহাড়ি পার্বতীই বাঙালির উমা থেকে মা দুর্গার একদা ঐশ্বরিক চেতনায় ভগবতীর বিগ্রহে সর্বজনীনতা লাভ করে। রাজকীয় দুর্গাপূজার আয়োজনই উনিশ শতকের বারোয়ারি থেকে বিশ শতকে সর্বজনীন পূজার বিস্তারে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে আজ দেশদেশান্তরে আন্তর্জাতিক বিস্তারে আপন বেগে পাগল পারা। আর সেক্ষেত্রেই তার আত্মসংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে। নদীর বিস্তৃতি যত বাড়ে, তার গভীরতা ততই কমে । শুধু তাই নয়,তার অগভীর জলতলে সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূজা উৎসবে বিস্তৃতি পেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার পবিত্রতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আয়োজন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেলেই তার ব্যাপকতায় কৃত্রিমতা ভর করে, মনের আবেগ দেখার ফ্যাসানে আকর্ষণীয় মনে হয়। কৃত্রিমতার আড়ম্বরে ফ্যসানের বাহারে প্রতিমার সাজে অপরূপা প্রকৃতি সৌন্দর্যের দীপ্তি ছড়িয়ে ভক্তিকে কৃত্রিম করে তোলে, প্রাচুর্যের আভিজাত্যে পূজার পবিত্রতাই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। সেকেলে একচালার সাবেকিয়ানার পূজাকে পিছনে ফেলে সময়ের দাবি নিয়ে হাজির হওয়া থিম পুজোর বাড়াবাড়ি এখন স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে পূজাকে উপলক্ষ করে উৎসবের লক্ষ্য বড় হয়ে ওঠে, প্রদর্শনীর আড়ম্বরে দর্শকের আমোদী আয়োজন বিস্ফোরিত হয়। সেখানে পূজার চেয়ে উদযাপনের আয়োজন যত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে,ততই তার প্রসাধনী কৃত্রিমতার আলো তীব্রতা লাভ করে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত চণ্ডীপাঠের শিহরণ অচিরেই মধ্যবিত্ত বাঙালির মন থেকে উধাও হয়ে যায়,মহামায়ার তৃতীয় নেত্র দেখেও অন্তর্দৃষ্টি জাগে না, উল্টে ভোগী জীবনের শুভদৃষ্টি হাতছানি দেয়। পুজো পিছনে পড়ে থাকে, শারদোৎসব সাড়ম্বরে এগিয়ে চলে।

শারদোৎসবের দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালির জীবন আবর্তিত হয়। অনেক আগে থেকেই তার আয়োজন চলে। বলা যায় মা দুর্গার বিসর্জনের অব্যবহিত পরিসরেই পরের বছরের আগমনির দিনগোনা শুরু হয়ে যায়। আমিও একবার তাতে সামিল হয়েছিলাম। মা দুর্গার প্রতিমা একবারই পুজো করেছিলাম,সেই ১৯৯৯-এ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ার কালে ১৯৯৮-এ এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষদেশে সফল হয়ে বেলডাঙা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পোস্টে জয়েন করি (১৯৯৯-এর ১৮ জানুয়ারি) । দরিদ্রের ঘরে সাফল্যকেও লোকে লটারি প্রাপ্তি মনে করে। তখন ভগবানের অশেষ করুণার কথা মুখর হয়ে ওঠে । আমারও মনে মা দুর্গা সবাকমূর্তি লাভ করে । বাবা বেঁচে থাকতে দুর্গা পূজা শুরু করেছিলেন । তবে তা ভক্তিতে বা ভয়ে নয়। বরং তার মূলে ছিল মানুষের মনে ভয় কাটানোর আয়োজন । মালদা-নালাগোলা হাইরোড সংলগ্ন চড়কডাঙা ছিল ভয়ঙ্কর এলাকা। দিনের বেলাতেও ভয় করত লোকের । দুপা চিরে ফেলার ডাকাতে গল্প তখন নির্জন জায়গাটি জুড়ে ভূতের গল্পের মতো মানুষের মনে জেগে থাকত। বাবা সেখানেই প্রথম বসতি গড়ে তোলেন। তার পাশে ১৯৭৯-তে সরকারি ভাবে গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি গড়ে উঠে। এজন্য নতুন গ্রামটি চড়কডাঙা কলোনি জোড়কলমে পরিচিতি পায়। জায়গাটিকে জনপদ গড়ে তোলার জন্য নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তিনি । তিনি ডাক্তার হয়েও অন্যকে দিয়ে একটি চায়ের দোকান বসিয়েছিলেন । সেইসঙ্গে ক্লাব প্রতিষ্ঠা,যাত্রাগান,কবিগান, সপ্তাহে হাট,মেলা প্রভৃতির আয়োজন চলেছিল । তারই যোগসূত্রে শুরু হয় বারো মাসে তেরো পার্বণ । দুর্গা পুজো তাতেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । ১৯৮৪-র ১৬ মে বাবার অকাল প্রয়াণে সে পুজো বন্ধ হয়ে যায় । আমার মনে সেই পৈত্রিক বনেদিয়ানায় মা দুর্গার আয়োজন চলে । পুজো করার তিক্ত অভিজ্ঞতাতে তার প্রতি আমি বিরূপ হয়ে উঠি। তার কৃত্রিমতাই আমাকে বিমুখ করে তোলে। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মের মন তখন কর্মে সচল হয়ে ওঠে। এরপর আরও চারটি উচ্চতর চাকরিতে জয়েন করলেও আর লটারির পূজা করতে মনের সায় মেলেনি। ততদিনে মানুষই আমার ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন । শুরু করি স্বামীজির জন্মদিনে মানুষ পুজো। মানুষ গড়া আর মানুষ পূজা চলে নীরবে নিভৃতে নিরালায় । তার পরে বর্ষা এলেও ভরসা আর আসেনি।

আসলে মূর্তি থেকে প্রতিমা গড়ে তোলার আয়োজনে দেবত্বের উত্তরণে পূজা সাঙ্গ হলেও তার আবেদনে ঐশ্বরিক চেতনার বিস্তার ঘটে। সেখানে পূজাকে উৎসবে বিস্তার করে আনন্দযজ্ঞে সামিল করতে গিয়ে সৌন্দর্যের রূপমুগ্ধতায় যেমন বিলাসিতা ভর করে, তেমনই হরেক প্রতিযোগিতার বিষয়আশয় দিয়ে তার উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিচয় আমন্ত্রণ জানায়। যেখানে জনপ্রিয় করে তোলাই লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সেখানে ব্যয়বহুল তীব্র প্রতিযোগিতা ভর করে। উৎসবে আনন্দযাপনের বিস্তারই প্রাধান্য পায় । প্রতিবছর পুজোর আগমনি বার্তা শুনে তার বিলাসবহুল আয়োজনে কাশফুল আর শিউলিফুল বা নির্মল আকাশের হাতছানিই মেলে না,জেগে ওঠে নিত্যনতুন আনন্দযাপনের রকমারি বিস্ময়কর প্রাপ্তির নিবিড় হাতছানিও। সেক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রসারিত ক্ষুধার বিস্তৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি যত নিষ্ক্রিয় হয়,ততই রূপান্ধতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজ চারপাঁচদিনের পূজার মণ্ডপের মধ্যেই বিস্ময়কর মন্দির বা অভিনব দেববিগ্রহ প্রদর্শনীর ঘনঘটা স্বাভাবিক ভাবেই আয়োজনের কৃতিত্বে যেমন প্রভাবশালীর ব্যক্তিত্ব বা তার রাজনৈতিক পরিচয় মুখর হয়ে ওঠে,তেমনই সেরা পূজার পুরস্কারে আয়োজক সংস্থার নামডাকও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দর্শনার্থীদের জনজোয়ারের কৃতিত্বেও প্রতিযোগিতার মাপকাঠি হয়ে যায়। মা দুর্গার শিল্পরূপেই আমুদে বাঙালির আনন্দযাপনের উন্মাদনা আজ যেমন শারদোৎসবকে তার জাতিসত্তার পরিচয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে, তেমনই তার বিকারে দেবীর পবিত্র চেতনাকেই নিঃস্ব করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে দেবী দুর্গা এখন আনন্দযাপনের দেবীতে পরিণত হয়েছে। চিরকালই বিনোদনের দুর্বার আকর্ষণ ও তুমুল জনপ্রিয়তা। সেখানে ধর্মপ্রাণ বাঙালির ঐশ্বরিক চেতনাকে পিছনে রেখে তাকে ব্যবহার করে যেভাবে আনন্দযাপনের আয়োজন করে হয়, তার মধ্যে শিল্পরূপের নান্দনিকতাই শুধু নেই, বিকৃতি ও বিপথগামিতার বিপদও পরতে পরতে। রূপে মোহ ও মায়ার বিস্তার। আর তাতেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,অন্তর্দৃষ্টি ব্যাহত হয়। সেখানে শারদোৎসবের সমারোহে জনজোয়ারে ভিড় উপচে পড়ে, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ওঁৎ পেতে থাকে, ভগবতী দেবী পিছিয়ে পড়ে অবিরত।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কালাহান্ডির পুরনো লোকাচার

নবমীতে ‘ছতর যাত্রা উৎসব’

অসীম সুর চৌধুরী

পশ্চিম ওড়িশার বিস্তির্ন জায়গা আজও বাঙালীদের পর্যটন মানচিত্রে সেভাবে স্থান পায়নি এর প্রধান কারন অনুন্নত পরিকাঠামো আর পরিবহন ব্যবস্থা, যদিও এখন এর অনেক উন্নতি ঘটেছে পাহাড় আর জঙ্গেলে ঘেরা এর অপূর্ব দৃশ্য অনেক জনপ্রিয় হিল স্টেশনকে হার মানাবে এই রকমই একটা জায়গা হচ্ছে ভবানীপাটনা অনেকেই বলবে পাটনা জানি কিন্তু ভবানীপাটনা তো চিনি না তবে কালাহান্ডির নাম বললে অনেকেই হা হা করে উঠবে ঊনিশ শ আশির দশকের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষর কারনে সারা ভারতের সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছিল কালাহান্ডি ভবানীপাটনা হচ্ছে কালাহান্ডি জেলার সদর সেই দুর্ভিক্ষর সংবাদের পর থেকে সরকার এই জেলার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছেন ভবানীপাটনায় গেলেই সেটা টের পাওয়া যায় ঝকঝকে পিচের রাস্তা আর এল.ই.ডি. আলোর ঝলকানি প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার খারাপ স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিয়েছে শহরে জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে স্টেডিয়াম, সর্কিট হাউস, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, নানা মন্দির ও দ্রস্টব্য স্থান শহরের খুব কাছেই রয়েছে জলপ্রপাত, জঙ্গল ও ড্যাম। দূরের নীলচে সবুজ পূর্বঘাট পর্বতমালা দেখা যায় শহরের যে কোনো কোন থেকে এছারা শহরকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট পাহাড় তো রয়েছেই কর্মসূত্রে আমি প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ভবানীপাটনায় কাটিয়েছি তাই এই শহরে দুর্গাপুজা উপলক্ষে স্থানীয় মানুষদের ‘ছতর যাত্রা উৎসব’ সম্বন্ধে জানাচ্ছি।

ভবানীপাটনা শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ‘মানেকেশ্বরী মন্দির’, যা জাগ্রত শক্তিস্থল রূপে স্থানীয় মানুষের কাছে পূজিত। এখানকার সমস্ত জাতি , উপজাতির লোকেরা ভীষণ ভক্তিভরে এই মানেকেশ্বরী দেবীর পূজো করেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এখানে ভক্তের ঢল নামে। ১৮৫২ সালে এই মন্দির টি প্রতিষ্ঠা করেন কালাহাণ্ডির তৎকালীন রাজা ফতে নারায়ণ দেও । পরবর্তীকালে রাজা ব্রজ মোহন দেও এই মন্দির নতুন করে সংস্কার করেন। কালাহান্ডি রাজবাড়ির চত্তরের মধ্যেই এই মন্দির অবস্থিত। এখানে বসে কাঁসর ঘণ্টা সহযোগে সন্ধ্যা আরতি দেখা এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। এই মন্দিরের চারদিকে আলো কিন্তু দেবীর মুল কক্ষে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো একেবারেই নিষেধ। আরতির সময় প্রদীপের আলোয় এক আলো আঁধারী মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মানেকেশ্বরী দেবীকে নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নানা সংস্কার রয়েছে যা রীতিমতো গা ছমছম করা। প্রতি বছর দুর্গাপুজার মহা অষ্টমীর রাতে দেবীমূর্তি মুখ ঢাকা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় কয়েক কিমি দূরের জেলগেটের পেছনের ‘জেনাখাল’ নামে একটি জায়গায়। পাশেই রয়েছে শ্মশান। সেই সময় পুরাহিত ছাড়া অন্য কারো দেবী মূর্তি দর্শন করা নিসিদ্ধ। সেখানে সারা রাত ব্যাপি দেবীর আরাধনা চলে। তারপর নবমীর সন্ধিপূজা শেষ হলে, শোভাযাত্রা সহকারে দেবীকে মন্দিরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। দেবীর মাথার উপরে থাকে কালো কাপড়ে মোরা বিরাট বাঁশের ছাতা। এই কারনে স্থানীয়রা একে ‘ছতর যাত্রা উৎসব’ বলে। সেই সময় হাজার হাজার লোক রাস্তায় জড় হয় দেবী দর্শনের জন্য। আশেপাশের জেলা থেকে তো বটেই , এমনকি পাশের রাজ্য থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন এই উৎসবে অংশ নিতে। স্থানীয়রা চিরাচরিত রীতি অনুসারে ঘুমরা নাচ আর জেনা বাদ্য সহযোগে গান করতে করতে শোভাযাত্রার সাথে এগিয়ে চলে।

রাস্তার দু পাশে যে সব ভক্তরা দেবী দর্শনে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে মুরগী,পাঁঠা,পাখি ইত্যাদি বলি দিতে থাকেন। এটাই এখানকার পরম্পরা। এর সাথে স্থানীয় ভাবাবেগ ভীষনভাবে জড়িত বলে এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এটা একবার বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। গল্পটা আমি অনেক স্থানীয় মানুষের মুখে শুনেছি। সত্যি মিথ্যা জানি না। কিছু বছর আগে এই জেলার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ছতর যাত্রায় কোন পশু পাখি বলি হবে না বলে ঘোষণা করেছিল। স্থানীয় মানুষেরা প্রচুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ নানা ভাবে দেখাতে লাগল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। তারপর স্থানীয়দের ভাষায় বলতে গেলে, এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ছতর যাত্রার কিছুদিন আগে সেই ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকদিন হাসপাতালে কাটিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। স্থানীয়রা একে মানেকেশ্বরী দেবীর অভিশাপ বলেন। যদিও এগুলো স্থানীয়দের বিশ্বাস।

তবে ছতর যাত্রা উপলক্ষে এখানকার প্রশাসন সদাজাগ্রত থাকে। বলির পরে পরেই জল দিয়ে রাস্তা ধুয়ে ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দুর্গা পূজার সময় ভবানীপাটনা ঘুরতে গেলে এই ‘ছতর উৎসব’ কাছ থেকে দেখতে পারবেন।

কিভাবে যাবেন

১) ১৮০০৫ হাওড়া থেকে সম্বলেশ্বরী জগদলপুর এক্সপ্রেস রাত ৯-৩০এ ছেড়ে পৌছাবে পরদিন দুপুর ১ টা কেসিংগা স্টেশনে, তারপর বাসে বা গাড়ীতে ৩৫ কিমি। তবে বাসে স্থানীয় লোকদের ভীড় থাকে তাই মালপত্র নিয়ে গাড়ী ভাড়া করে যাওয়াই সুবিধাজনক

২) ১২৮৭১ ইস্পাত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে সকাল ৬-৩৫এ ছেড়ে টিটলাগড় (কেসিংগার আগের স্টেশন) পর্যন্তই শেষ, পৌঁছায় সন্ধ্যা ৭-৩৫এ, তারপর ৫৫ কিমি গাড়ীতে ভবানীপাটনা যেতে হবে।

৩) ২০৮৩৭ ভূবনেশ্বর-জুনাগর রোড এক্সপ্রেস রাত ৯-৪০এ ভূবনেশ্বর থেকে ছেড়ে ভবানীপাটনা স্টেশনে পৌঁছায় পরদিন সকাল ৮-১০এ। স্টেশন থেকে শহর মাত্র ৫ কিমি, প্রচুর অটো রয়েছে।

কোথায় থাকবেন

১) হোটেল ভাগীরথী , যোগাযোগ- (০৬৬৭০)২৩৫২০০

২) হোটেল দি রয়্যাল মিডটাউন, যোগাযোগ- ৯৯৩৭১১৯১৯৪

৩) হোটেল আম্রপালি ক্লাসিক, যোগাযোগ- ৯৯৩৮১৮৭৪৪৮

৪) হোটেল সেন্টাল পার্ক, যোগাযোগ- ৮৬৫৮২৩৪৯০০

৫) ভাগীরথী ইন

কখন যাবেন

সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মনোরম পরিবেশ।গরমে একদম যাবেন না , ভীষন গরম। মে-জুনে তাপমাত্রা ৪৮ থেকে ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যায়।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

আঁধারে আলোর সৌরভ। আলোর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষের মনে। মনে আলো থাকলে ঘরে না হলেও চলে। ঘরে আলো অনেকেই জ্বালাতে পারে, মনে পারে কেউ কেউ।

কোট-আনকোট

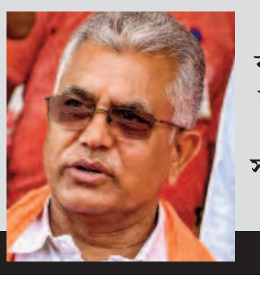

ভয় অত সহজে কেউ পায় না। কারণ, আমাদের বাংলায় বহু বছর কানুনব্যবস্থা নেই। কিন্তু যদি আইনকানুনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, সবাই ভয় পাবে। সতর্ক হবে। দুটো জিনিসই করতে হবে; লোকে যাতে এ সব না করে সে জন্য সমাজে সুবিচার ও সংস্কার আনতে হবে। পরিবেশ ঠিক করতে হবে। আর কী সাজা হবে, সেটা যেন উদাহরণ হিসেবে থাকে।

দিলীপ ঘোষ, পঞ্চায়েতমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রি-ওয়েডিং শ্যুটে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, সড়ক দুর্ঘটনায় হবু বর-কনের গাড়ি, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতারের ঝর্ণা মোড়ের কাছে ১১৪ নম্বর বর্ধমান-বোলপুর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন জনের। মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলির জমিতে উল্টে যায় একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবাব হাট থেকে বিয়ের প্রি-ওয়েডিং

শুটিংয়ের জন্য আউশগ্রামের দিকে যাচ্ছিল চারচাকা গাড়িটি। গাড়িতে চালক-সহ মোট ৭ জন ছিলেন। আরও জানতে পারা যায়, পাত্রের বাড়ি ভাতার থানার আম্বুনা গ্রামে। থাকতেন মামার বাড়িতে, মামার বাড়ি নবহাট থেকেই তারা রওনা দেয়। এবং ওই পাত্রীর বাড়ি ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক আলমপুর গ্রামে। গাড়িতে পাত্রীকে আলমপুর মোড় থেকে নিয়ে রওনা দেয় পাত্রের গাড়ি। অন্যদিকে, বাইক আরোহী বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, আচমকাই একটি ছাগল বাইকের সামনে চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি চারচাকার ডান দিকে চলে যায়। সেই সময় চারচাকা গাড়িটির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী ছিটকে পড়েন এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকা গাড়িটি রাস্তার পাশে নয়ানজুলির জমিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী, চারচাকা গাড়ির চালক এবং ক্যামেরাম্যানের মৃত্যু হয়েছে। আহত হন আরও চারজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভাতার থানার পুলিশ। স্থানীয়রা ও পুলিশ, আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতদেহগুলিও ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মায়াপুরে ইসকন ভক্তদের হাতে জ্বলে উঠল শত শত দীপ

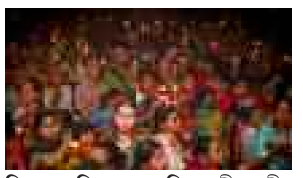

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দীপাবলীর আগেই মায়াপুর ইসকন মন্দিরে হাজারো প্রদীপের আলো জ্বলে উঠলো শতশত দীপ। কার্তিক মাসের কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে এই বিশাল উৎসব চলবে আগামী রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত। সন্ধ্যা হলেই ইসকনের দেশি এবং বিদেশী ভক্তরা ছুটে চলে আসে মায়াপুর ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দিরে। সেখানে সন্ধ্যারতির পর একদিকে যেমন দামোদর অষ্টকম পাঠ, অন্যদিকে ঘি-এর প্রদীপ প্রজ্জলন করেন ইসকন ভক্তরা। এভাবেই প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ড হেড কোয়াটার মায়াপুর-সহ বিশ্বের সমস্ত ইসকন মন্দিরে চলবে এই দামোদর মাস উপলক্ষে দীপ দান উৎসব। ভগবানের প্রীতি লাভ এবং মঙ্গল কামনায় ও অন্ধকার দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই ইসকনের দেশি এবং বিদেশী ভক্তরা প্রতিদিন এই দীপদান উৎসবে যোগদান করে থাকে। এবিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'লক্ষ্মী পূজার পর দিন থেকে শুরু হওয়া দীপ দান উৎসব চলবে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮ পর্যন্ত কার্তিক মাস দামোদর মাসে সমস্ত দেশি-বিদেশী ভক্তরা সমবেত হয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্জলন করে। ইসকনের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সকলকে এই প্রদীপ দেওয়া হয়। সকলে সারিবদ্ধভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করে।

রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্রের মোবাইল হ্যাক

হোয়াটসঅ্যাপে টাকা চেয়ে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: প্রযুক্তির অপব্যবহার করে এবার সাইবার অপরাধীদের টার্গেটে জনপ্রতিনিধিরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না বিধানসভার বিধায়ক সুভাষ পাত্রের মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার গুরুতর অভিযোগ উঠল। হ্যাকাররা বিধায়কের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তাঁর পরিচিতি ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে জরুরি সাহায্য এবং টাকা চাইছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে বিধায়ক সুভাষ পাত্রের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তাঁর পরিচিত লোকজনের কাছে হঠাৎ করেই মেসেজ যাওয়া শুরু হয়। মেসেজে দাবি করা হয় যে তিনি চরম বিপদে পড়েছেন এবং অবিলম্বে কিছু টাকা প্রয়োজন। এখানেই শেষ নয়, স্ক্যানার বা কিউআর কোড পাঠিয়ে সেই নম্বরে সরাসরি টাকা পাঠানোর অনুরোধও জানানো হচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিধায়কের পরিচিত মহলে বিভ্রান্তি তৈরি হলে বিষয়টি দ্রুত তাঁর নজরে আসে। এরপরই নড়েচড়ে বসেন বিধায়ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় সতর্কবার্তা ও দুঃখপ্রকাশ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সাধারণ মানুষ ও পরিচিতদের সতর্ক করতে ময়দানে নামেন বিধায়ক সুভাষ পাত্র নিজেই। নিজের ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তাঁর আসল মোবাইল নম্বর প্রকাশ করে তিনি একটি জোরালো সতর্কবার্তা জারি করেছেন। বিধায়ক তারবার্তায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। আমার নম্বর থেকে যদি কেউ টাকা চেয়ে কোনো মেসেজ বা স্ক্যানার পাঠায়, তবে কেউ যেন সেই ফাঁদে পা না দেন এবং টাকা না পাঠান। এটি সম্পূর্ণ সাইবার অপরাধীদের একটি প্রতারণা চক্রের কাজ।'

এই অনভিপ্রেত ঘটনার কারণে তাঁর পরিচিত এবং সাধারণ মানুষের যে মানসিক অস্বস্তি বা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তার জন্য সকলের কাছে প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন বিধায়ক সুভাষ পাত্র। পাশাপাশি, এই সাইবার হ্যাকিংয়ের ঘটনাটি নিয়ে তিনি প্রশাসনের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এ ধরণের সাইবার অপরাধ বা অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের ঘটনা বর্তমান সময়ে ক্রমশ বাড়ছে। পরিচিত কোনও ব্যক্তির নম্বর থেকে হঠাৎ টাকা চাওয়া হলে ফোন করে বা সরাসরি যোগাযোগ করে তা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। অপরিচিত কোনও লিঙ্কে ক্লিক করা বা স্ক্যানারে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের আর্জি জানানো হয়েছে।

সিকিমে ৩৪ সদস্যের একটি দল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে শুরু হওয়া পর্বতারোহী অভিযানে ৬,৮৮৯ মিটার মাউন্ট খাংচেংইয়াও বা কাংচেংইয়া জয় করেছে। পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার উত্তর সিকিমে অবস্থিত একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং পবিত্র পর্বতশৃঙ্গ এটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৬,৯১৩ মিটার ২২,৬৮০ ফুট। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোরের জিওসি ইন কমান্ড এই সাহসিকতার জন্য পর্বতারোহীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের নাম বাপি মণ্ডল (২৬) ও লবড়ায় (৩৪)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৈজুরি থেকে বালতির দিকে যাচ্ছিলেন ওই দুই যুবক। মল্লিকপুর স্কুলের কাছে রাতের অন্ধকারে তাঁদের মোটরবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দু'জনকে উদ্ধার করেন। তাঁদের দ্রুত সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কী কারণে মোটরবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং : ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সিকিউরড পাওনাদারদের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ১৩-১১-২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক) দখলের ধরন খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ ঘ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ই.এম.ডি.) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ
রজত পঞ্চামিয়া, (ঋণগ্রহীতা) ৫৮-ডি, নেতাজি সুভাষ রোড, গণেশ মার্কেট, রুম নং-৫১৭, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১। **রিতা পঞ্চামিয়া** (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৫৮-ডি, নেতাজি সুভাষ রোড, গণেশ মার্কেট, রুম নং-৫১৭, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১। **রজত এন্টারপ্রাইজ** (প্রোপ্রাইটর), **রজত পঞ্চামিয়া,** ৫৮-ডি, নেতাজি সুভাষ রোড, গণেশ মার্কেট, রুম নং ৫১৭, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১। **লোন অ্যাকাউন্ট নং** ০০৮৬৬৭৫১০০০১০০০৭ ০০৮৬৬৭৫১০০০০৯৬৭৬ এবং ০০৮৬৬৫১১০০০০০২৬৮	ক) ভৌত খ) ০৭.১০.২০২৬ গ) ২০.০৩.২০২৩ ঘ) ১,৮৫,০৬,৩২৬.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ ছয় হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা) এবং তার সাথে ১০-০৯-২০২২ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং ৩১এ, যার পরিমাপ প্রায় ১৮৪২ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) যা প্রায় ১২ কাঠা ১১ ছটাক এবং ৩৭ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের ৫ম ফ্লোরে, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ৪৪ এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত এবং **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ : পূর্বে :** চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দ্বারা; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৩৮, কলুটোলা স্ট্রিট দ্বারা; **উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১১৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দ্বারা; **দক্ষিণে :** কবিরাজ রো নামক মিউনিসিপ্যাল লেন দ্বারা।	ক) ১৪৭.৬০ লক্ষ টাকা খ) ১৪.৭৬ লক্ষ টাকা গ) ২৫,০০০/- টাকা ঘ) ১৩.১১.২০২৬

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	১১ নভেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৩ নভেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২৩.১০.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১১শ ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম - স্মিতা মিত্র ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১০৩০৪

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলীর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সিকিউরড সম্পদ, যার **ভৌত দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারদের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে **''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১১.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ

ক্রম নং	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / ডিরেক্টর এবং গ্যারান্টারের নাম	সম্পত্তি/সম্পদগুলির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০ শতাংশ / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী কল্যাণ দাস,** পিতা- শ্রী হারাধন দাস, ঠিকানা ৪৩, এম.এম. ফিডার রোড, আড়িয়াদহ, কামারহাটি, থানা - বেলঘরিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫৭	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমিজমা যার পরিমাপ কমবেশি ১২ ছটাক, ১৪.৭৫ বর্গফুট, এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ১ম ফ্লোর প্রতিটির পরিমাপ ৩৮৫ বর্গফুট এবং সিঁড়ির হেড রুম ৯৫.২৩ বর্গফুট, যা ৪৩, এম.এম. ফিডার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা বেলঘরিয়া (পূর্বে- বরানগর), কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, মৌজা-আড়িয়াদহ, জে.এল. নং-১, আর.এস. নং-১২, তৌজি নং-১৭৩, দাগ নং-৫৬৭১, খতিয়ান নং-৯১৯, প্রেমিসেস নং-৪২৭-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি (জমির প্লট) নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : ৪৩, এম.এম. ফিডার রোড দ্বারা, দক্ষিণে : মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : ৪ ফুট সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিমে : সোমনাথ বসাকের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ভৌত দখলের অধীনে**	**২৩.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২২,১০, ৮৪৪/- টাকা (বাইশ লক্ষ দশ হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা)** (উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ, এরপরে কোনো অর্থ প্রদান করা হলে তা বাদ দিয়ে) **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭১০৩০৪/৯০৫১০৩৩৩৬৭	২৪.৭৫ লক্ষ টাকা / ২,৪৭,৫০০.০০ টাকা / ২০,০০০.০০ টাকা / পরিদর্শনের তারিখ ২৩.১১.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কে যান https//BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক বিডার(দের) নিলামের তারিখের আগেই তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে পরিচালিত তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি হওয়া চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার
তারিখ : ২৮.১০.২০২৬ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সরু আলের মতো ভাঙা রাস্তা!

অসুস্থ বৃদ্ধাকে খাটিয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ঘিরে বিতর্ক চাঁচলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামের চলাচলের রাস্তা সম্পূর্ণ অযোগ্য। সরু আলের মতোন ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না কোনও ধরনের জরুরী পরিষেবামূলক যানবাহন। ফলে কেউ অসুস্থ হলে গ্রামবাসী অথবা পরিবারের কাছেই খাটিয়ায় ভরসা। সোমবার সকালে খাটিয়াতে করে অসুস্থ এক বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়ে। বিষয়টি জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রুকপাড়া এলাকায় কয়েকজন বাসিন্দা অসুস্থ এক বৃদ্ধাকে খাটিয়ায় শুইয়ে ঘাড়ে তুলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। (যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম।)

আর এই ঘটনার পরেই এদিন দুপুরে ওই রুকপাড়া গ্রামে পরিস্থিতি তদারকি করতে যান হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও প্রবসিস সামন্ত। পাশাপাশি বিষয়টি জানতে পেরেই স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান। প্রশাসন ও বিধায়কের পক্ষ থেকে দ্রুত রুকপাড়া এলাকায় চলাচলের যোগ্য রাস্তা তৈরি করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রুকপাড়া গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কয়েক দশক আগে মাটির রাস্তা ছিল। কিন্তু এলাকায় একটি বিশাল জলাশয়ের মাধ্যমে সেটি কেটে যেতে শুরু করে। এখন সরু আলে পরিণত হয়েছে। এর আগেও ভোটের সময় বহু প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু কাজ হয় নি। তাই এবারেও প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও প্রবসিস সামন্ত জানিয়েছেন, বিষয়টি শোনার পর ওই এলাকায় নিজে গিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে এসেছি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় গ্রামবাসীদের জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুকপাড়া এলাকার ৬২ বছর বয়সী বৃদ্ধা বেলি ঋষি এদিন সকাল থেকেই পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। বাড়ির লোকেরা জলপড়া দিয়েও সেই যন্ত্রণা কমাতে পারেনি। এরপরই আশেপাশের লোকেদের সহযোগিতায় নিয়েই ওই বৃদ্ধাকে এভাবেই খাটিয়াতে করে ঘাড়ে তুলে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারর ব্যবস্থা করা হয়। অসুস্থ ওই বৃদ্ধার প্রতিবেশী সুমিতা মণ্ডল, বিফল মণ্ডল, অনিতা দাসদের অভিযোগ, এলাকার অধিকাংশ পরিবারের কেউ অসুস্থ হলেই ওঝা গুনিনদের দ্বারস্থ হতে হয়। কারণ, এই গ্রামে রাস্তা বলতে কিছুই নেই। প্রায় দুই কিলোমিটার ভাঙাচোরা রাস্তা রয়েছে। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারর মত পরিস্থিতি নেই। তবে এদিন ওই বৃদ্ধার দিদির পেটের যন্ত্রণা কমছিল না। তাই বাধ্য হয়ে এভাবেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অজয় পাশোয়ান বলেন, 'তৎকালীন শাসকদলের উদাসীনতার কারণে আজকে মানুষের দুর্দশার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল দলের বিধায়ক মতিবুর রহমান জানিয়েছেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। তবে এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে পর ওই এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব রুকপাড়া এলাকার এমন বেহাল অবস্থা তৈরি হয়েছে। তবে অবশ্যই এই গ্রামের আশা করি দ্রুত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

SBI এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোঃ-ব্যারাকপুর, (জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০,
ই-মেইল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং 38954156735 (এইচবিএল) এবং 38954160593 (সুরক্ষা)

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রবীন শর্মা, পিতা- সন্তোষ শর্মা ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ১৫০৪, ১৫শ ফ্লোর, ব্লক নং সি-৪, হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ইডেন সিটি মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৭, অন্যান্য ঠিকানা: এ১১, রাজডাঙ্গা নবপল্লী, পোঃ ইকেটিপি, থানা কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১০৭** -কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৮,৮৪,১১২.৫৩ টাকা (আঠাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশো বারো টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টার উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৩শে অক্টোবর** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি ব্যারাকপুর** -এর **১৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৮,৮৪,১১২.৫৩ টাকা (আঠাশ লক্ষ চুরাশি হাজার একশো বারো টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং **১৫০৪** যার পরিমাপ প্রায় **১২৩৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যা টাওয়ার সি-৪ এর ১৫শ ফ্লোরে অবস্থিত, এর সাথে একটি উন্মুক্ত আকাশের নীচে কার পার্কিং স্পেস যা **"ইডেন সিটি মহেশতলা"** নামে পরিচিত একটি কমপ্লেক্স, মৌজা সারেঙ্গাবাদ, জে.এল. নং ৪৭, তৌজি নং ৫৬০, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৮৪/৮৬০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯০/৮৬১, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ২৭৭, ২৭৬, ২৭৫, ২৭৪, ২৭৩, ২৭২, ২৬৯, ২৬৮, ২৬৬, ২৬৫, ২৬১, ২৬০, ২৫৮, ২৫৭, ২৫৭/৯২২, ২৫৭/৯২১, ২৫৬, ২৫৫, ২৫৪, ২৫৩, ২৫২, ২৫১, ২৪৬, ২৪৭, ৮৭, ২৬৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৭৮, ২৭৯, ২৭১, ২৭১/৮৫৯, ২৭০, ২৭০/৮৫৫, ২৭০/৮৫৬, ২৭০/৮৫৭, ২৭০/৮৫৮, ২৭০/৯২৭, ২৭০/৯২৮, ২২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৫/৮৫৪, ২৪৫/৯২০ এবং ৩০৬, আর.এস খতিয়ান এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৫১৯/১, ১৫৫৫, ৪২৬, ৯৯৭, ৪৮৯, ১০০, ৯০৮, ১২৭১, ১০২৩, ১৫১৭/১, ১০২৩, ^৪৮, ১৫৭৫, ১৫৪৫, ৬০৩, ৬২১, ৩৬৫, ৭১৪, ৯৯৭, ৪৮৯, ১১৯১, ২২৬, কেআরআই ১১, কেআর৩২৩, ৫২৩, ১২৬১, ৩৩৩, ১১৪৮, ৯৭১, ১০২৫, ১০৪৩, ৭৭৭, ১৫৭৯, কেআরআই ৪৩১, ৬৬৯, ২২০, ৩, ৭২৬, ৩৪৭, ১২৩, ১৪৬, ৫১, ১২৭১, ১৭১১, ১৭১২, ৯২৯, ৪২৫, ৭৯৮, ৩১৪, ৯০১, ১১২৭, ১১৩৯ এবং ৭২৮-এ রেকর্ড করা হয়েছে, যা হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১/নিউ, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং ৩১-এ মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, পোঃ সারেঙ্গাবাদ, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৭-এ অবস্থিত। যা এ.ডি.এস.আর.ও.- বেহালায় ২০১৯ সালের বুক নং-১, ভলিউম নং ১৯০২-২০১৯, ২৮৪১৫৩ থেকে ২৮৪১৮৫ নং পৃষ্ঠায় **ডিড নং 190207213** হিসাবে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রী প্রবীন শর্মা, পিতা- সন্তোষ শর্মার নামে রয়েছে।

তারিখ: ২৩.১০.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান ইডেন সিটি-মহেশতলা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড (CIN : L65110GJ1993PLC020769)
স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ, কর্পোরেট অফিস, ''অ্যাক্সিস হাউস'', সি-২, ৭ম ফ্লোর, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বাই-৪০০০২৫।
মোবাইল : +৯১-৯৭৭৬৬৮৫৮৮৮ www.axisbank.com.
নিবন্ধিত কার্যালয় : ''ত্রিশূল'', ৩য় ফ্লোর, সমরথেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল গার্ডেনের কাছে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬।

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) (''সারফেসি অ্যাক্ট'') এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে সারফেসি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যার রেফারেন্স নং AXISB/SAG/SC/2025-26/127, যা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের অর্থাৎ **১. বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেড** (ঋণগ্রহীতা) যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৩১৩, প্লট নং ৩, এমএস সুন্দর কর্পোরেশন, ডি-উইং, সুন্দর ধাম, অফ এস.ভি. রোড, পোইসার, বোরিভালি ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৯২-এ অবস্থিত এবং ৩০৪, ৩য় ফ্লোর, কসমস কোর্ট প্রেমিসেস সোসাইটি লিমিটেড, এস.ভি. রোড, ভিলে পার্লে ওয়েস্ট, মুম্বই-৪০০০৫৬-এ এবং যোগাযোগের ঠিকানা ফ্লাইবিগ, কিল্লা নম্বর ১৩, ৩য় ফ্লোর, বেগমপুর খাটোলা, গুরগাঁও, হরিয়ানা-১২২০০১-এ, **২. শ্রী সঞ্জয় নটবরলাল মাভবিয়া** (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), যিনি এ-৩/১৬১ স্নেহধারা সোসাইটি, দাদাভাই ক্রস রোড নং ৩, ভিলে পার্লে ওয়েস্ট, লাল্লুভাই পার্ক রোড, মারাঠা স্টোরের বিপরীতে, মুম্বই-৪০০০৫৬-এ বসবাস করেন, **৩. শ্রীমতী রূপল সঞ্জয় মাভবিয়া** (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), যিনি এ-৩/১৬১, স্নেহধারা সোসাইটি, দাদাভাই ক্রস রোড নং ৩, ভিলে পার্লে ওয়েস্ট, লাল্লুভাই পার্ক রোড, মারাঠা স্টোরের বিপরীতে, মুম্বই-৪০০০৫৬-এ বসবাস করেন, তাঁদের উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ৩১.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **১০,৭২,২৫,৩৫২/- টাকা (দশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশো বাহান্ন টাকা)** এবং তার সাথে **০১.০৬.২০২৬** তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতারা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর সাথে পঠিত সারফেসি অ্যাক্ট-এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২৩ অক্টোবর** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত বন্ধকী সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য বা এখানে নীচে বর্ণিত সিকিউরড সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পক্ষের অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ তৈরি না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর উপরোক্ত বকেয়া পাওনা এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি অ্যাক্ট এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সম্পত্তির বিবরণ
মৌজা গাইকাটায় অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পূর্ণ সম্পত্তি/ইউনিট/অফিস/ফ্ল্যাট, যার জে.এল. নং ২৩৭, আর.এস. প্লট নং ২৫ এবং ২৪ যা এল.আর. প্লট নং ২৮ এর সমতুল্য, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১২, ২৬৩, ৩৮২ এবং ১২ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এর সাথে ভবনের সাধারণ এলাকা, জলের কল, নিষ্কাশন, শৌচাগার এবং উক্ত প্রেমিসেস বা তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করার অধিকার সহ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ফিক্সচার এবং ফিটিং সহ।

তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ স্থান : খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

SKIPPER
স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
নিবন্ধিত কার্যালয় : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৭ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস : তিরুমালা ২২, ইস্ট তপসিয়া রোড, ১১শ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (''অ্যাক্ট'') এর ১০৮ এবং ১১০ নম্বর ধারা এবং অ্যাক্ট-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (বর্তমানে বলবৎ যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ) এর রুল ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা জারি করা ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (''এমসিএ সার্কুলার''), সাধারণ সভার উপর সচিবালয় মান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পঠিত অনুসারে, **স্কিপার লিমিটেড** ('কোম্পানি') মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল পাঠিয়েছে যারা কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬** অনুযায়ী ডিপোজিটরিগুলোর (এনএসডিএল/সিডিএসএল) কাছে বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন, যার সাথে ১২ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা সম্পাদনের জন্য ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি রয়েছে।
কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬** অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) থেকে প্রাপ্ত বেনিফিসিয়াল মালিকদের তালিকা/সদস্যদের রেজিস্টার থেকে প্রাপ্ত নাম অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাকে বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে বিবেচনা করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ উপলব্ধ। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।
কোম্পানি শ্রী রাজ কুমার বাঁঠিয়া, (মেম্বারশিপ নং- A17190/CP-18428), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-এর অংশীদারকে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তিনি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
কোম্পানি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে এবং ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') দ্বারা অনুমোদিত একটি সংস্থা, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'')-কে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতিটি এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রদত্ত নোটের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ থাকবে :

ই-ভোটিংয়ের শুরু	**২৯ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টা**
ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি	**২৭ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা**

সদস্যদের ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার (আইএসটি) মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এর পরপরই এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে আর অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সময়কালে, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬** অনুযায়ী কোম্পানির যে সমস্ত সদস্যরা ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করে আছেন, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট প্রদান করবেন। কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্য(দের) নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটিং অধিকারও গণনা করা হবে। একবার কোনো সদস্য কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিলে, পরবর্তীতে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন বা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
স্ক্রুটিনাইজার ই-ভোটিংয়ের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পর কোম্পানির কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার সমাপ্তির তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ আপলোড করার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ফলাফলগুলি একই সাথে বিএসই এবং এনএসই-কেও জানানো হবে। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন বা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা অণু সিং
তারিখ : ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

AXIS BANK অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
১ শেক্সপিয়র সরণি, এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)
যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. -এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের)-কে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের সাথে চুক্তিবদ্ধ হারের সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(রা) উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদির চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স বিনায়ক স্টিলমেট ২০ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, রাজাকটরা, কলকাতা - ৭০০০০৭। **২. শ্রী আকাশ জয়সওয়াল (প্রোপ্রাইটর)** পিতা- তারক নাথ জয়সওয়াল ৫১ বলদেও পাড়া রোড, মানিকতলা পোস্ট অফিসের কাছে, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬।	ক) ১৮.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং ****৩৩৮১ এর অধীনে বকেয়া ৩৩,৯০,৩২৪.৬১ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), **খ) ২৩.০৪.২০২৬** **গ) ২৬.১০.২০২৬**

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ
হাওড়া জেলার ও জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে, ডোমজুড় থানা এবং এ.ডি.এস.আর.ও.-তে, মৌজা - দক্ষিণ ঝাপড়দহ, জে.এল. নং ১৫, দক্ষিণ ঝাপড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি/সম্পত্তি। আর.এস. খতিয়ান নং ১২৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬১০ এবং নতুন খতিয়ান নং ১০২৪৯ এর অধীনে, আর.এস. প্লট/দাগ নং ৭৪ (চুয়াত্তর), এল.আর. প্লট/দাগ নং ৭৬ (ছিয়াত্তর)-এর সাথে সম্পর্কিত ১৮৮ শতকের (সম্পূর্ণ প্লট) মধ্যে ১৩.৪৫ শতক থেকে ৫ (পাঁচ) কাঠা ০২ (দুই) ছটাক ১৮ (আঠারো) বর্গফুট বা ৮.৫১ শতক (প্লটের অংশ) পরিমাণ জমি, বিদ্যুৎ, জলের পাইপ লাইন, যানবাহন চলাচলের জন্য, টেলিফোন সংযোগ, গ্যাস সংযোগ এবং নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নির্মাণের জন্য এবং অন্যান্য সমস্ত উদ্দেশ্যে ২০ ফুট চওড়া সাধারণ পথের সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ, এর উপর নির্মিত ভবন সহ। যার খাজনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রদেয়। সি/ও বি.এল. এবং এল.আর. অফিস, ডোমজুড়। জমি/সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে আর.এস. দাগ নং ৭৮ এর জমি। দক্ষিণে ২০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ (কাঁচো), পূর্বে আর.এস. দাগ নং ৭৪ এর জমি। পশ্চিমে আর.এস. দাগ নং ৭৪ এর জমি। সম্পত্তিটি শ্রী আকাশ জয়সওয়ালের নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স ইউরেকা কন্ট্রাক্টর প্রা. লি. ১৫০-২৯৯, ঠান্ডা গরম, রিভার সাইড রোড, বার্নপুর, আসানসোল, হোস্টেল মোড়; বার্নপুর, পিন ৭১৩৩২৫ **২. শ্রী জিতেন্দু চৌধুরী (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা- অলোক চৌধুরী নবপল্লী, রিভার সাইড রোড, বার্নপুর, আসানসোল (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন), বর্ধমান, পিন-৭১৩৩২৫। **৩. শ্রীমতী সুস্মিতা চৌধুরী (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** স্বামী- শ্রী জিতেন্দু চৌধুরী নবপল্লী, রিভার সাইড রোড, বার্নপুর, পোঃ-বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, পিন-৭১৩৩২৫, **৪. শ্রী তন্ময় চট্টরাজ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা- সমীর চট্টরাজ রিভার ভিউ কলোনি রিভারসাইড রোড, বার্নপুর, এমসিটিআই বয়েজ স্কুলের কাছে, আসানসোল (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন), বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫ **৫. শ্রী সুনীল কুমার পাল (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা- মিলন কুমার পাল আমবাগান, হীরাপুর, পোঃ- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, পিন-৭১৩৩২৫। **৬. শ্রী সুরজিৎ কুম্ভকার (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা- গুণাধর কুম্ভকার নবঘণ্টি রোড, রামবাঁধ, সাউথ বার্নপুর, বর্ধমান, পিন-৭১৩৩২৫।	ক) ২০.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং *****৭১১৪ এর অধীনে বকেয়া ৫৭,৮৯,২২৩.০০ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্ট নং *****৬৩৮৭ এর অধীনে বকেয়া ১,৭৮,৭৪,৬৪৫.০০ টাকা (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), মোট ২,৩৬,৬৩,৮৬৮/- টাকা (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো আটষট্টি টাকা) **খ) ২২.০৬.২০২৬** **গ) ২৬.১০.২০২৬**

সিকিউরড সম্পদের বিবরণ
সম্পত্তি নং ১ বর্ধমান জেলায়, থানা হীরাপুর, মহকুমা এবং এ.ডি.এস.আর. অফিস আসানসোল, মৌজা শ্যামডিহির মধ্যে, জে.এল.নং. ১৬, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ ০.৯২০০ একর (রূপান্তরিত জমি), যা খতিয়ান নং ২৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৬ এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১৪৯০ এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশ গঠন করে, এর উপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি সুস্মিতা চৌধুরীর নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ২** বর্ধমান জেলায়, থানা হীরাপুর, মহকুমা এবং এ.ডি.এস.আর. অফিস আসানসোল, মৌজা শ্যামডিহির মধ্যে, জে.এল.নং. ১৬ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ ০.৯১০০ একর (রূপান্তরিত জমি), যা খতিয়ান নং ৫৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৩ এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১৪৯০ এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশ গঠন করে, এর উপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি সুনীল কুমার পালের নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ৩** বর্ধমান জেলায়, থানা হীরাপুর, মহকুমা এবং এ.ডি.এস.আর. অফিস আসানসোল, মৌজা শ্যামডিহির মধ্যে, জে.এল.নং. ১৬ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ ০.৯৪০০ একর (রূপান্তরিত জমি), যা খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৭২ এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১৪৯০ এর অন্তর্ভুক্ত এবং তার অংশ গঠন করে, এর উপর নির্মিত ভবন সহ। সম্পত্তিটি তন্ময় চট্টরাজের নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ৪** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ৩ কাঠা, ১২ ছটাক পরিমাপের জমি এবং এর উপর অবস্থিত কাঠামো সহ, যা মৌজা- হীরাপুর, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. দাগ নং ৩৭১৮, এলআর প্লট নং ৪১৪১, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩২২, থানা হীরাপুর, পিন ৭১৩৩২৫, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, ওয়ার্ড নং ৪৫, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সীমানা : উত্তরে : আরএস প্লট নং ৩৭১৮ এর বাকি অংশ। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা। পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া রাস্তা। পশ্চিমে : জিতেন্দু চৌধুরীর জমি। সম্পত্তিটি জিতেন্দু চৌধুরীর নামে রয়েছে। **সম্পত্তি নং ৫** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমি এবং এর উপর অবস্থিত কাঠামো সহ, যা মৌজা- হীরাপুর, জে.এল. নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১, এলআর খতিয়ান নং ৫০৪২ এবং ৫০৪৩, আর.এস. দাগ নং ৩৭১৭, এলআর দাগ নং ৪১৪০-এ অবস্থিত। সীমানা : উত্তরে : গুরুপ্রসাদ মাজি এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। পূর্বে : আরএস প্লট নং ৩৭১৮। পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ৩৭১৭ এর অবশিষ্ট জমি। সম্পত্তিটি জিতেন্দু চৌধুরীর নামে রয়েছে।

তারিখ : ২৮-১০-২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

বাঁদনা পরবে রাইপুরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর

মাঠ পরিদর্শনে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁদনা পরবে ফের বাঁকুড়া জেলায় আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। আগামী ১২ নভেম্বর ২৬ মুখ্যমন্ত্রী জেলার জঙ্গলমহল এলাকার রাইপুরে আসবেন। সোমবার তারই প্রস্তুতি হিসাবে রাইপুরের হলুদকানালী মাঠ পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা রানিবাঁধের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি মাঠটি ও সংলগ্ন এলাকা স্থানীয় প্রশাসন, পূর্তদপ্তরের আধিকারিক ও দলীয় কর্মী সঙ্গে পরিদর্শন করেন। বাঁদনা পরবে রাইপুরে আসবেন তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি আগেই ঘোষণা করে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যস্তরের হুল দিবস বাঁকুড়ায় উদ্বোধন করতে এসে বলেছিলেন যে, হুল দিবসে তিনি বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে এসেছেন। করম পরবে পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। আগামী ১৫ নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস পালন করার জন্য সকালে উত্তরবঙ্গ যাবেন আর বিকেলে শিলদা আসবেন। আবার দেখা হবে। এই সম্পর্ক অনেকদিনের। এবার উন্নয়ন দিয়ে সেই সম্পর্ক সম্পৃক্ত করে তুলবেন। মুখ্যমন্ত্রীর রাইপুর আসা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্দীপনা চরমে। এমনকি বাঁদনা পরবে এসে মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ণের কি ঘোষণা করতে পারেন সেনিয়েও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। প্রমথ সরেন, প্রণব কিস্কু ও মতিলাল কিস্কু বলেন, 'সরকার পরিবর্তনের পর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর রাইপুরের ঢেঁকিকাটা ইন্টিগ্রেটেড গভঃ স্কুলে সাঁওতালি মাধ্যমের ২০২৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোচিং কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল শিক্ষক সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনগুলির উদ্যোগে এই কর্মসূচি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বড় সুযোগ। এই কোচিংয়ের উদ্বোধন করেছেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। মুখ্যমন্ত্রীর রাইপুর সফরের আগে এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।' এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিসুখ চাঁদ সরেন, শিবলাল মুর্মু, বিশ্বজিৎ মাহাতো ও সৈকতরাও এতে খুশি। অন্যদিকে লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা ও রাজীব বাস্কেদের বক্তব্য, বিগত সরকারের ১৫ বছরে সঠিক ও উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এসব না থাকায় সাঁওতালি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অবস্থা করুন। পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। উপযুক্ত পাঠ্য বই নেই। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। বর্তমান সরকার আদিবাসী পড়ুয়াদের কথা ভাবছেন। এই বিশেষ কোচিং তারই প্রমান রাখে। তাঁদের আশা মুখ্যমন্ত্রী রাইপুরে এসে পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিষয়ে কিছু বলতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা রাইপুর ব্লকের টিকরপাড়া ও সারেঙ্গা ব্লকের ব্রাহ্মণডিহার মাঝে কাঁসাই নদীর ওপর সেতু নির্মানের কথা বলতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এরকম হাজারো জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠেছে রাইপুর-সহ জঙ্গলমহল।

মোদীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য

মল্লিকার্জুন ও রাহুলের কুশপুত্তলিকা দাহ সিউড়িতে

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় মন্তব্য করায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পথে নামল বিজেপি। সোমবার বিকেলে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে বিক্ষোভ মিছিল বের করল শহর বিজেপি। অভিযোগ, দু'দিন আগে কংগ্রেসের এক মিটিংয়ে কংগ্রেসের এক সদস্যের দল-বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করে বসেন। যার জেরে আন্দোলনে নামে বিজেপি। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমের বিভিন্ন শহরেও প্রতিবাদ মিছিলে পামেলান বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা সিউড়িতে শহর বিজেপির কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য কালোসোনা মণ্ডল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনিও মল্লিকার্জুন খারগেকে 'জুতোপেটা করার' হুমকি দেন। পাশাপাশি এরকম ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটলে কংগ্রেসী কর্মী, সমর্থকদের ধোলাই পেটাই করারও নিদান দেন তিনি। যা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে সিউড়িতে। এই কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে বিজেপি জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলাদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন উপস্থিত কর্মী সমর্থকেরা। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন বীরভূম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতা কালো সোনা মণ্ডল শহর বিজেপি সভাপতি সুনয়ন ভাণ্ডারী প্রমূখ।

যুনিয়ন বैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India | A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১
কর্মক্ষেত্র: যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেইল আইডি: ubin0554731@unionbankofindia.bank.in

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অস্থাবর / স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৮(৬) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর / স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** / সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা/হাইপোথিকেট করা/গচ্ছিত রাখা/চার্জ করা নীচে উল্লিখিত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখল সিকিউরড পাওনাদার হিসেবে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর নীচে উল্লিখিত ব্রাঞ্চগুলির নিজ নিজ অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** প্রাসঙ্গিক অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য **১৩.১১.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডির বিবরণ উক্ত সিকিউরড সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত হয়েছে। ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন অর্থাৎ **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in**।

নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং **ব্যাঙ্কনেট ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com এর মাধ্যমে "অনলাইন ই-নিলাম" এর দ্বারা বিক্রি করা হবে।**

নিলামের তারিখ এবং সময়: ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকেল ০৫:০০ টা পর্যন্ত

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ই-নিলাম শুরু হওয়ার সময় বা তার আগে

ইএমডি প্রদানের পদ্ধতি - বিডারকে তার ব্যাঙ্কনেট ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে

লট নং	ক. ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. মালিকের নাম ঘ. প্রপার্টি আইডি (যদি সম্পত্তিটি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কনেট পোর্টালে আপলোড করা থাকে)	ক. সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট টাকায়	বিডের এক্সটেনশন এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া পাওনা	ব্যাঙ্কের কাছে জানা দায়বদ্ধতা/এসএ/মুলতুবি মামলা যদি থাকে প্রতীকী/বাস্তবিক দখল
১.	**ক. মেসার্স হেমকুণ্ড এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি: বাণিজ্যিক স্থান (দোকান সম্পত্তি),** বেসমেন্টে ২ টি কার পার্কিং স্পেস সহ ৩য় ফ্লোরে অফিস নং ৪২ এবং ৪৩, যার মোট বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭৮৭ বর্গফুট এমএলপিএক্স। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ ৩১৪ বর্গফুট সহ যা রাঁচি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫ এর এম.এস. প্লট নং ২০৮২ তে অবস্থিত যা হোল্ডিং নং ১৫৩৯ এ এর সাথে সম্পর্কিত, ওল্ড কমিশনারস কম্পাউন্ড, থানা-কোতোয়ালি, থানা নং ২০৫, জেলা-রাঁচি, ঝাড়খণ্ড -এ **শ্রী জোরওয়ার সিং,** পিতা- সুরজিৎ সিং-**এর নামে অবস্থিত। সীমানা:** উত্তরে: অফিস নং ৪১, দক্ষিণে: চৌহান আর্কেডের পিছনের সেট ব্যাক, পূর্বে: সাধারণ পথ তারপরে অফিস নং ৪৪, পশ্চিমে: 'চৌহান আর্কেড' -এর পাশের সেট ব্যাক। **গ. শ্রী জোরওয়ার সিং** **ঘ. UBINKOLARB2706B**	ক. ৫৬,১৫,০০০.০০ টাকা খ. ৫,৬১,৫০০.০০ টাকা	**৫৬,১৫০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**১৮,৫০,৩০,৪৮০.৯২ টাকা** (আঠারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশো আশি টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/৭৯১/২০২৪ প্রতীকী দখল
২.	**ক. শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দার** **খ. সম্পত্তি:** ময়ূর অ্যাপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট (১এ, ১বি, ১সি, ১ডি, ১ই এবং ১এফ এই ছয়টি ফ্ল্যাট সমন্বিত যা একটি ইউনিট হিসাবে ব্যবহৃত হয়) এবং ময়ূর অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির অবিভক্ত আনুপাতিক জমির অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৮৪৫ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬৮০ বর্গফুট), মৌজা - মোমিনপুর, প্রাঙ্গণ নং ২, ময়ূরভঞ্জ রোড, থানা একবালপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩ ময়ূর ভঞ্জ বাস স্টপের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এর সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অধিকার সহ **শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দারের অধীনে রয়েছে এবং এটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: ময়ূরভঞ্জ রোড দ্বারা (পূর্বে বজ বজ রোড নামে পরিচিত), দক্ষিণে: পাবলিক রোড দ্বারা, পূর্বে: নং ১, ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা দ্বারা, পশ্চিমে: নং ৩, ময়ূরভঞ্জ রোড, কলকাতা দ্বারা, মর্টগেজ ডিড নং, ১৫৬৮-২০১৬ তারিখ ২৩.০২.২০১৬। **গ. শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দার** **ঘ. UBINKOLARB0128A**	ক. ৪,৪৫,৪০,০০০.০০ টাকা খ. ৪৪,৫৪,০০০.০০ টাকা	**৪,৪৫,৪০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩১.০৩.২০২১** তারিখ অনুযায়ী **৮,৩৬,১৮,৩৭৩.৬১ টাকা** (আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো তিয়াত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	অনুমোদিত অফিসারের কাছে অজানা বাস্তবিক দখল
৩.	**ক. শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দার** **খ. সম্পত্তি:** প্রায় ২.৯৪ কাঠা পরিমাপের জমি কমবেশি এবং তার সাথে একটি নতুন ভবনের সুপার স্ট্রাকচার যা আনফার্নিশড অবস্থায় গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ তিনটি উপরের ফ্লোর নিয়ে গঠিত এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১১৯১ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া কমবেশি (প্রায় ১৭৮৬.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য) এবং গাড়ি পার্কিংয়ের উদ্দেশ্যে তৈরি, ফার্স্ট ফ্লোরে প্রায় ১১৯১ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া কমবেশি (প্রায় ১৭৮৬.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য), সেকেন্ড ফ্লোরে প্রায় ১১৯২ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া কমবেশি (প্রায় ১৭৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য) এবং থার্ড ফ্লোরে প্রায় ১১৯২ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া কমবেশি (প্রায় ১৭৮৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য) এবং সব মিলিয়ে প্রায় ৪৭৬৬ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া কমবেশি (প্রায় ৭১৪৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমতুল্য) নিয়ে গঠিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার সহ এর উপর নির্মিত, যা মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণ নং ২৯, তারাপদ চক্রবর্তী সরণি, পুলিশ স্টেশন-নিউ আলিপুর, পোস্ট অফিস-নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০ ০৫৩ (পূর্বে প্লট নং ৭৫৮এ, ব্লক নং 'পি', সোসাইটিজ নিউ আলিপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম নং ১৫ নামে পরিচিত) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৮১ এর অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত, যা **শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দারের অধীনে রয়েছে এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: তারাপদ চক্রবর্তী সরণি দ্বারা, দক্ষিণে: প্রাঙ্গণ নং ৭৪৯, তারাপদ চক্রবর্তী সরণি দ্বারা, পূর্বে: প্রাঙ্গণ নং ৭৫৯/১এ, তারাপদ চক্রবর্তী সরণি দ্বারা, পশ্চিমে: প্রাঙ্গণ নং ৭৫৮, তারাপদ চক্রবর্তী সরণি দ্বারা। **গ. শ্রী মনোজ কুমার পোদ্দার** **ঘ. UBINKOLARB0128B**	ক. ২,৮৭,৩০,০০০.০০ টাকা খ. ২৮,৭৩,০০০.০০ টাকা	**২,৮৭,৩০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**০৬.০৪.২০২১** তারিখ অনুযায়ী **৭,৬১,১৩,১৭৭.৭১ টাকা** (সাত কোটি একষট্টি লক্ষ তেরো হাজার একশো সাতাত্তর টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	অনুমোদিত অফিসারের কাছে অজানা বাস্তবিক দখল
৪.	**ক. মেসার্স যশিকা ডাই** **খ. সম্পত্তি:** একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল যা ফ্ল্যাট নং ৪এফ যার আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭৭ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক-২ এর ফোর্থ ফ্লোরে, যা "রূপালী অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত ভবনে ১৪ কাঠা ৮ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ সহ কমবেশি, যা প্রাঙ্গণ নং ১০১, যশোর রোড, হোল্ডিং নং ৪৮/১০, যশোর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৫ এর বিভক্ত অংশে অবস্থিত, থানা-লেক টাউন, সাউথ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ২৯ এর অধীনে, মৌজা-কৃষ্ণপুর (পুরানো) বর্তমানে শ্যামনগরের মধ্যে, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯, আর.এস. নং ১৮০, জে.এল. নং ১৭, শিট নং ৪ সার্কেল ৭, দাগ নং ৫০৬, খতিয়ান নং ৭৩৫, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের অফিস - ২, কলকাতা এর রেজিস্ট্রেশনের অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, **শ্রী বিকাশ সুরেকার মালিকানাধীন। সীমানা [২০১৩ সালের ডিড নং I-১২৪০২ অনুযায়ী, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের অফিস - ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বুক নং ১, ভলিউম নং ৩৬, পৃষ্ঠা নং ৬৭১২ থেকে ৬৭৩৪ এ নিবন্ধিত]:** উত্তরে: প্রাঙ্গণ নং ১০১ এর লট ডি, দক্ষিণে: ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, পূর্বে: আংশিকভাবে পুকুর এবং আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ১০১, যশোর রোডের প্লট নং ই দ্বারা, পশ্চিমে: ই.এম.সি. ফ্যাক্টরি, **গ. শ্রী বিকাশ সুরেকা** **ঘ. UBINKOLARB0241**	ক. ২৯,৬০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৯৬,০০০.০০ টাকা	**২৯,৬০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩০.১১.২০২২** তারিখ অনুযায়ী **২১,৩৯,৬৯১.৬১ টাকা** (একুশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শো একানব্বই টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/৫১৬/২০২৩ এবং ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/৭৫১/২০২৩ প্রতীকী দখল
৫.	**ক. শ্রীমতী জলি রায়** **খ. সম্পত্তি:** ব্লক-এ তে তিনতলা ভবনের ২য় ফ্লোরে পূর্ব দক্ষিণ দিকে প্রায় ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত সাধারণ সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ, প্রাঙ্গণের প্রায় ১০ কাঠা ০৫ ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ কমবেশি, যা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর.ও. আলিপুর, থানা - নেতাজি নগর, মৌজা নাকতলা, জে.এল. নং ৩২, আর.এস. নং ২৪, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৩৪, দাগ নং ১৬৯, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১০০, বিং প্রাঙ্গণ নং ২৪, নাকতলা রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৭-এ অবস্থিত। **সম্পূর্ণ ভবনটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে- ১৬৭ নং দাগের অধীনে জমি, দক্ষিণে- ১৭২ নং দাগের অধীনে জমি, পূর্বে- ২২ ফুট চওড়া নাকতলা রোড, পশ্চিমে- ১৬৮ এবং ১৭০ নং দাগের অধীনে জমি। **গ. শ্রীমতী জলি রায়** **ঘ. UBINKOLARB4005**	ক. ৩৪,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৪০,০০০.০০ টাকা	**৩৪,০০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩০.০৪.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী **৩২,৫৩,৪৩৪.১৯ টাকা** (বত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার চারশো চৌত্রিশ টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	অনুমোদিত অফিসারের কাছে অজানা প্রতীকী দখল
৬.	**ক. মেসার্স জি. কে. কমিউনিকেশন** **খ. সম্পত্তি:** প্রায় ৪২৪৮ বর্গফুটের উপর নির্মিত জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা গার্ডেন রিচ রোড, পুরানো শিট নং ১০৯, নতুন শিট নং ১০৪, তৌজি নং ১০৬৮, খতিয়ান নং ১০৫, দাগ নং ২১৫ এবং ২১৬ এ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১৩৫, হোল্ডিং নং ৯৫/বি, রামেশ্বরপুর রোড, থানা- গার্ডেন রিচ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০২৪-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী আব্দুল লতিফের নামে রয়েছে এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে- প্রাঙ্গণ নং ১-১৯৫/১ এবং ১-৯৫/এ, দক্ষিণে- প্রাঙ্গণ নং ১৯৫/৮/১, পূর্বে- প্রাঙ্গণ নং ১৬০/১, পশ্চিমে- ১-৯৫/এ এবং সাধারণ পথ। **গ. শ্রী আব্দুল লতিফ** **ঘ. UBINKOLARB8246A**	ক. ৩৭,২৫,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৭২,৫০০.০০ টাকা	**৩৭,২৫০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩০.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **২,৫৮,৮৬,৬০১.০১ টাকা** (দুই কোটি আটান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শো এক টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/১০২/২০২১ প্রতীকী দখল
৭.	**ক. মেসার্স জি. কে. কমিউনিকেশন** **খ. সম্পত্তি:** প্রায় ৩৩০০ বর্গফুটের উপর নির্মিত জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা গার্ডেন রিচ রোড, পুরানো শিট নং ১০৪, নতুন শিট নং ১০৯, তৌজি নং ১০৬৮, খতিয়ান নং ১০৫, দাগ নং ২১২-২১৭ এ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ১৩৫, হোল্ডিং নং ১-৯৫/১, রামেশ্বরপুর রোড, থানা গার্ডেন রিচ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ০২৪-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সরফরাজ আহমেদ এবং ফারহা নাজ এর নামে রয়েছে এবং নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে - মিউনিসিপ্যাল ড্রেন এবং আব্দুল হামিদের সম্পত্তি, দক্ষিণে- প্রদীপ মণ্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে- তাজ মোঃ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- শামসুদ্দিন টেইলার্স। **গ. শ্রী সরফরাজ আহমেদ এবং ফারহা নাজ** **ঘ. UBINKOLARB8246B**	ক. ৩২,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,২৫,০০০.০০ টাকা	**৩২,৫০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩০.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **২,৫৮,৮৬,৬০১.০১ টাকা** (দুই কোটি আটান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শো এক টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/১০২/২০২১ প্রতীকী দখল
৮.	**ক. শ্রী রুদ্র ভট্টাচার্য** **খ. সম্পত্তি:** ১ম ফ্লোরে, জি+২ তলা ভবনের দক্ষিণ দিকে একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমিজমা যার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮৪২ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা মাঠকল, জে.এল. নং ১৫, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৭১, হাল খতিয়ান নং ২৫৩, সাবেক খতিয়ান নং ৫৮, ১০৫, ১২৫, ১৪২ এবং ৪৫, আর.এস দাগ নং ৩৯৮, আর.এস. খতিয়ান ২৫৩, এল.আর খতিয়ান ৯০৫ এর অধীনে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩২/১, বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ০৩, থানা দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৬৫ এর অধীনে, **শ্রী রুদ্র ভট্টাচার্যের নামে অবস্থিত। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ রোড দ্বারা, দক্ষিণে- একতলা ভবন দ্বারা। পূর্বে- নিখিল বিশ্বাসের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- সুপর্ণা মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা। **গ. শ্রী রুদ্র ভট্টাচার্য** **ঘ. UBINKOLARB3548**	ক. ১২,২০,০০০.০০ টাকা খ. ১,২২,০০০.০০ টাকা	**১২,২০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**২৮.০২.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৪৫,৯০,৬৪৯.৯৮ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	অনুমোদিত অফিসারের কাছে অজানা প্রতীকী দখল
৯.	**ক. মেসার্স জে. এস. ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড** **খ. সম্পত্তি:** বিধাননগরের সেক্টর-৩, ব্লকএলবি, প্লট নং ১-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১৩৯.১৫৫৪ কাঠা কমবেশি পরিমাপের লিজ হোল্ড জমিতে শিল্পাঙ্গন-লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পার্কের এসডিএফ ভবনে ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ৩০৫ বর্গমিটার পরিমাপের ৩০১ নম্বর বহনকারী মডিউলের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। থানা বিধাননগর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, **সাব-লিজ অধিকারধারী মেসার্স জে. এস. ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড। সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: টাইপ ৪ রোড দ্বারা; দক্ষিণে: নর্থ ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দ্বারা; পূর্বে: টাইপ ৫ রোড; পশ্চিমে: প্লট ২, ইবিসিএমপিএফএল; (২০০৬ সালের আসল সাব-লিজ ডিড নং ০০২৩৯ অনুযায়ী) **গ. মেসার্স জে. এস. ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড** **ঘ. UBINKOLARB0408**	ক. ২,৩৯,৬৮,০০০.০০ টাকা খ. ২৩,৯৬,৮০০.০০ টাকা	**২,৩৯,৬৮০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**২০.০৯.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী **৩,৯৯,৯৯,৯৭১.৬২ টাকা** (তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো একাত্তর টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	ডিআরটি-২, কলকাতা-এ টিএসএ/১০৬২/২০২৬ এবং ডিআরটি-২, কলকাতা-এ টিএসএ/২৪২৯/২০২৬ প্রতীকী দখল
১০.	**ক. মেসার্স তারক ওয়্যার অ্যান্ড নেইল ম্যানুফ্যাকচারার** **খ. সম্পত্তি:** গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৬০০ বর্গফুট এবং ১ম ফ্লোরে ৬০০ বর্গফুট, সব মিলিয়ে প্রায় ১২০০ বর্গফুটের নির্মিত কাঠামোর সাথে প্রায় ১ কাঠা পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক জমি যা মৌজা রাম নগর, জে.এল. নং ৯৭, এল.আর. এবং আর.এস. দাগ নং ৩৮৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯১৬ এর অন্তর্ভুক্ত, গ্রাম- মিস্ত্রিপাড়া উত্তরভাগ, থানা বারুইপুর, পোঃ সাউথ রাম নগর, রাম নগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩ ৩৮৭ -এ **তারক চক্রবর্তীর নামে অবস্থিত। সীমানা:** উত্তরে: অসিত বিশ্বাসের বাড়ি, দক্ষিণে: রাস্তা, পূর্বে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, পশ্চিমে: ফাঁকা জমি। **গ. তারক চক্রবর্তী** **ঘ. UBINKOLARB0670**	ক. ২৩,৬০,০০০.০০ টাকা খ. ২,৩৬,০০০.০০ টাকা	**২৩,৬০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩১.০৩.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী **১,০১,৮৭,৭৫৭.১৩ টাকা** (এক কোটি এক লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশো সাতান্ন টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ এসএ/২১/২০২৬ প্রতীকী দখল
১১.	**ক. মেসার্স ত্রিনয়ন ট্রেডার্স** **খ. সম্পত্তি:** ৮ শতক পুকুর সহ প্রায় ৪৬ শতক পরিমাপের একতলা ভবন সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির ইএম (২০১৩ সালের ডিড I-০০১০৭৪ অনুযায়ী ২৯ শতক এবং ২০১৪ সালের ডিড ১-০৪২২৯ অনুযায়ী ১৭ শতক) যা প্রায় ২৭.৮৩ কাঠা বা ১৮৬১.৫৪ বর্গমিটারের সমতুল্য, মৌজা - শোভানগর, জে.এল. নং ৪৭ (বর্তমানে ৩৩), তৌজি নং ১৫৩২, আর.এস. দাগ নং ২৬, ২৭, ২৮, ৫২, এল.আর. দাগ নং ২৯, ৩০, ৩১, ৫৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২১১, গ্রাম শোভানগর, পোঃ শোভানগর, থানা মথুরাপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কৃষ্ণ চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পিন ৭৪৩ ৩৪৯, **শ্রীমতী বিভা বৈরাগীর নামে অবস্থিত** (পর্চা এবং রূপান্তর শংসাপত্র অনুযায়ী মোট বাস্তু জমির আয়তন ২৮ শতক এবং এটি মোট ৪৬ শতকের মধ্যে প্রায় ১৬.৯৪ কাঠার সমতুল্য)। **(সিইআরএসএআই সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি: ৪০০০৭২৫৩১৫০৭, ৪০০০৩৬৯৩৮৬৯৪ এবং অ্যাসেট আইডি: ২০০০৭৩৯০০৬৩৬, ২০০০৩৬৮৭৩৫২১)** **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা, সুনীল চক্রবর্তী দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যান্য সম্পত্তির মালিক মন্টু বৈরাগী দ্বারা, পূর্বে- শম্ভু নাথ বৈরাগীর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- সম্পত্তির মালিক অর্জুন বৈরাগী দ্বারা। **গ. শ্রীমতী বিভা বৈরাগী** **ঘ. UBINKOLARB1481**	ক. ৭১,৪০,০০০.০০ টাকা খ. ৭,১৪,০০০.০০ টাকা	**৭১,৪০০.০০ টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ সহ ১০ মিনিটের এক্সটেনশন	**৩১.০৩.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **২,০১,০৫,৮৩৭.৮৩ টাকা** (দুই কোটি এক লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়	ডিআরটি-৩, কলকাতা-এ টিএসএ/০৫/২০২৬ প্রতীকী দখল

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: অনুমোদিত অফিসার
শ্রী প্রলয় শঙ্কর কয়াল, মোবাইল: ৯৭৪৮৩ ৮৮৯৯৯, ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০

***সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য**
***সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং **ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** -এও যান। বিডার হিসেবে নিবন্ধন করতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে **ব্যাঙ্কনেট ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com**-এ যান। পোর্টালে ই-নিলামের জন্য অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য সমস্ত বিডারদের বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি নিয়ম মেনে চলতে হবে।
যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কনেট হেল্পডেস্কে ৮২৯১২ ২২২০ নম্বরে কল করুন এবং ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন। অপারেশন / নিবন্ধনের স্থিতি https://baanknet.com। ফাইন্যান্স/ইএমডি স্থিতি https://baanknet.com। ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বরগুলি হলো '৮২৯১২ ২২২০'।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) এর অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় আয়োজনের বিষয়ে উক্ত লোনের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) এর অধীনে নোটিশ হিসেবেও এটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ই-নিলামের শর্তাবলী নীচে দেওয়া হলো:

১. বিক্রয় **"যেমন আছে যেখানে আছে"** এবং **"যেমন যা আছে ভিত্তিতে"**, এবং **"যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** করা হবে এবং **"অনলাইন"**-এ পরিচালিত হবে।

২. ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে
(ক) https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in
(খ) https://baanknet.com বিডাররা https://baanknet.com -এ যেতে পারেন, যেখানে "বিডারদের জন্য নির্দেশিকা" শিক্ষামূলক ভিডিওর সাথে উপলব্ধ রয়েছে, বিডারদের অনেক আগেই নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পন্ন করতে হবে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন: বিডার তার মোবাইল নং এবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করবেন।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: বিডার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করবেন। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি প্রাপ্তি এবং যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) বিডার দ্বারা জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩: বিডার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার: এনইএফটি/ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে জেনারেট করা চালান ব্যবহার করে ফান্ড অনলাইন/অফলাইন ট্রান্সফার। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে বিডার ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ থাকতে হবে যাতে পরবর্তী নিলামের জন্য ইএমডি পরিমাণ পূর্ণ হয়।
ধাপ ৪: নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **ব্যাঙ্কনেট পোর্টালে** লগ ইন করুন।

৩. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি(গুলি) তে কোনো জানা দায়বদ্ধতা নেই। তবে, বিড জমা দেওয়ার আগে, ইচ্ছুক বিডারদের নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, স্বত্ব এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত দাবি/অধিকার/বকেয়া বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং তা গঠন বলে গণ্য করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে, অনুমোদিত অফিসার/সিকিউরড পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি(গুলি) সম্পর্কিত অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোনো ধরনের দাবি গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলাম ১৩.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে পরিচালিত হবে।**

৫. **ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়: নিলামের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং প্রপার্টি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। বিড করার আগে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে প্রপার্টি আইডির সাথে ইএমডি পরিমাণ আগে থেকেই জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

৬. **পরিদর্শনের তারিখ ১২.১১.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।**

৭. বিড শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমেই জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিড মূল্য তার ওয়ালেটে উপলব্ধ থাকতে হবে, বিডারকে সেই সম্পত্তি(গুলি) নির্দিষ্ট করতে হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া হচ্ছে।

৯. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং সন্তুষ্ট হওয়া আগ্রহী বিডারদের দায়িত্ব হবে, **ব্যাঙ্কনেট** ৩ দিনের মধ্যে এই ধরনের রিফান্ড প্রক্রিয়া করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের উপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না। সফল বিডারকে অবিলম্বে অর্থাৎ নিলামের দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে সফল বিড পরিমাণের (ক্রয় মূল্য) ২৫% (আপনার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে আগে থেকেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসেবে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% সহ) জমা দিতে হবে, তার অনুকূলে নক ডাউন হওয়ার পর এবং ই-নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল বিড পরিমাণের (ক্রয় মূল্য) বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে, নিলাম বিক্রয় ব্যাঙ্কের নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে।

১১. আয়কর আইন ১৯৬১ এর ধারা ১৯৪A অনুযায়ী, যেখানে বিক্রয় মূল্য ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার বেশি, সেখানে বিক্রয় লভ্যাংশের উপর ১.০০% হারে টিডিএস প্রযোজ্য হবে। সফল বিডার/ক্রেতা বিক্রয় মূল্য থেকে টিডিএস কেটে নেবেন এবং বিক্রেতা হিসেবে ব্যাঙ্কের নাম এবং প্যান নং AACU0564G সম্বলিত ফর্ম নং ১৬-B-তে আয়কর দপ্তরে তা জমা দেবেন এবং ব্যাঙ্কের কাছে টিডিএস শংসাপত্রের আসল রসিদ জমা দেবেন, (কৃষি জমি ছাড়া অন্য স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)।

১২. সফল বিডার দ্বারা অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং ডিফল্ট করা বিডারের সম্পত্তি/অর্থের ক্ষেত্রে কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতাকে নিলাম মূল্যের উপর প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/নিবন্ধন ফি/টিডিএস/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি এবং কারোর পাওনা বিধিবদ্ধ/অবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে।

১৪. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া স্থগিত/বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয়ের নির্ধারিত তারিখ বিক্রয়ের নির্ধারিত তারিখের ১৫ দিন আগে কোনো পরবর্তী তারিখে স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/বিড পরিমাণ জমা দেওয়া এবং সমস্ত কর/চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করার পরেই সফল বিডারের অনুকূলে অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না।

১৬. হস্তান্তর, স্ট্যাম্প ডিউটি, নিবন্ধন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি ফি নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে,

১৭. বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত/অনুসন্ধান, যদি থাকে, প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

১৮. সমস্ত বিডার যারা বিড জমা দিয়েছেন, তাদের ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা বাধ্য বলে গণ্য করা হবে।

বিশেষ নির্দেশাবলী / সতর্কতা:

বিডারদের নিজেদের স্বার্থে শেষ মিনিটে/সেকেন্ডে বিডিং এড়ানো উচিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই এই ধরনের ক্ষেত্রে বিডারের অংশের কোনো ত্রুটি/ব্যর্থতার (ইন্টারনেট ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ ব্যর্থতা, ইত্যাদি) জন্য দায়ী থাকবেন না। এই ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য, বিডারদের ব্যাক-আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন তার মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পারেন এবং সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তারিখ: ২৭.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কর্নাটকে এসআইআর পর্বে ভোটার কমল প্রায় ১ কোটি

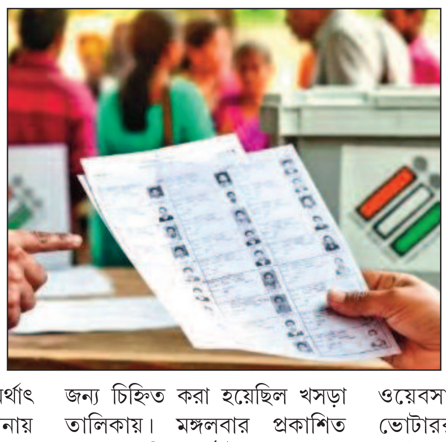

বেঙ্গালুরু, ২৭ অক্টোবর: কর্নাটকে এসআইআর-পর্বের শেষে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল। এনুমারেশন ফর্ম জমা ও যাচাই পর্বের পরে দক্ষিণ ভারতের কংগ্রেস-শাসিত ওই রাজ্যে চূড়ান্ত তালিকায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রায় ১ কোটি ৭ লক্ষ ভোটারের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ। অন্য দিকে, নতুন ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটারের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ আগের তালিকার তুলনায় সংশোধিত তালিকায় নাম সাকুল্যে বাদ পড়ল ৯৯ কোটি ৩২ লক্ষ।

কর্নাটকে আগের ভোটার তালিকায় ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ভোটারের নাম ছিল। এনুমারেশন-পর্ব শেষে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিল ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ভোটারের নাম। মৃত, অনুপস্থিত, অবৈধ, স্থানান্তরিত, দু'জায়গায় নাম রয়েছে বা অন্যান্য কারণ রয়েছে এমন প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল খসড়া তালিকায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ ১১ জন ভোটারের নাম। এ ছাড়া, গত অগস্টে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরে তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে নোটিস পাঠানো হয়েছিল ৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার ভোটারকে। সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত চলেছে শুনানিপর্ব।

সবচেয়ে বেশি নাম বাদের সুপারিশ এবং নোটিস পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। ঘটনাচক্রে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বেঙ্গালুরুরই দু'টি বিধানসভায় নিয়মবহির্ভূত ভাবে বিপুল ভোটারের নাম তালিকায় ঢোকানোর অভিযোগ করেছিলেন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ভোটার তালিকা মুখ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের ভোটার অনুসন্ধান পোর্টালের মাধ্যমেও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যাচাই করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-পর্বে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ৭.৬ শতাংশ ভোটারের বাদ পড়েছিল। অঙ্কের হিসাবে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজারের সামান্য বেশি। অন্যদিকে, কর্নাটকে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ ভোটারকে।

পয়সা দিয়ে ই২০ নিয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল

তোপ দাগলেন গডকরি

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর: পেট্রলে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো (ই২০) নিয়ে চলতি বছরের শুরুতে যে তীব্র অসন্তোষ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি 'পেইড ক্যাম্পেন' বা প্ররোচিত প্রচার ছিল বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকরি। মঙ্গলবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। সরকারের পক্ষ থেকে একশো শতাংশ ইথানলে (ই১০০) চলার উপযোগী ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির চালু করার ঠিক পরেই নীতিনের এই মন্তব্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নীতিন জানান, কয়েক মাস আগে ই২০ জ্বালানির বিরুদ্ধে বড় শোরগোল তোলা হলেও বর্তমানে সেই ক্ষোভ বা প্রতিবাদের ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'তিন মাস আগে ই২০ জ্বালানির বিরুদ্ধে বড় গলায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অনেকে, এখন সেই ক্ষোভ মিলিয়ে গিয়েছে... আসলে ওটা একটা পেড ক্যাম্পেন ছিল।'

বিদেশ থেকে জ্বালানি আমদানির উপর দেশের অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে দীর্ঘদিন ধরেই বিকল্প জ্বালানি তথা ইথানলের ব্যবহার বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি খাড়া করে আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এ দিন তিনি ফের সেই বার্তার পুনরাবৃত্তি করে জানান যে, বিকল্প জ্বালানির পরিধি বাড়লে দেশের বিপুল পরিমাণ সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমলে অর্থনীতি ও পরিবেশ, উভয় দিক থেকেই বড় ধরনের সুফল মিলবে বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, সোমবারই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১৯৮৯ সালের কেন্দ্রীয় মোটর গাড়ি আইনে সংশোধন এনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর ফলে দেশের রাস্তায় এ বার থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল বা ই১০০ চালিত ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ি চালানো আইনের দিক থেকে বৈধ হয়ে গিয়েছে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ প্রাক্তন মিস সুইৎজারল্যান্ডের!

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন মিস সুইজারল্যান্ড। যদিও হোয়াইট হাউস সব অভিযোগ উড়িয়ে একে 'ডেমোক্র্যাটদের মরিয়া চক্রান্ত' বলে তোপ দেগেছে। তবু মার্কিন রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে এই ঘটনা। এর আগে বিয়াত্রিচে কেল নামের ওই মহিলা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাঁর শরীর খিমচে ধরার অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার তিনি দাবি করেছেন, সেই দিনই ট্রাম্প তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন।

ডেমোক্র্যাটদের দাবি, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অন্যান্য যেসব অভিযোগ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে, সেগুলোর সঙ্গে বিয়াত্রিচের অভিযোগের সামঞ্জস্যও রয়েছে। হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি জেমি রাস্কিন বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, তারা প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার জন্য অপরাধগুলোকে ধামাচাপা দিচ্ছে। তিনি এও বলেন, পাঁচজন নারী সরাসরি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এপস্টেইনের সান্নিধ্যে বা উপস্থিতিতে ধর্ষণ কিংবা যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। ৫৩ পাতার সেই রিপোর্টে এই বিষয়ে বিস্তারিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। দাবি, ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে ট্রাম্প এই 'কাণ্ড' করেছিলেন। ট্রাম্পের 'বন্ধু' যৌন অপরাধী এপস্টেইনের কথাও বলেছেন বিয়াত্রিচে। তাঁর দাবি, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪। ট্রাম্পের প্লাজা হোটেলে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানই ট্রাম্প নাকি তাঁকে মার্কিন ভিসা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এও বলেন, তাঁর প্রভাবে বিয়াত্রিচে সহজেই নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগও পাবেন। এমনকী, এপস্টেইনও আলাপ করেন নিজেকে 'ডনের প্রিয় বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করে।

বিয়াত্রিচের অভিযোগ, এরপর তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান ট্রাম্প। তাঁকে বলা হয় 'ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট' দেখা করতে চেয়েছেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই ট্রাম্প নাকি তাঁকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর সেখানেই তাঁকে ধর্ষণও করেন।

রাষ্ট্রসংঘের ব্যাপক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল ভারতের

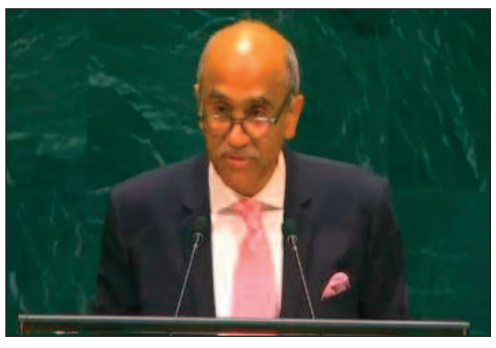

নিউ ইয়র্ক, ২৭ অক্টোবর: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ব্যাপক সংস্কারের দাবিতে সরব হল ভারত। রাষ্ট্রদূত পার্বথনেনি হরিশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার হলে সেই নতুন পরিষদে থাকা সকল স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা-সহ সমান অধিকার ও দায়িত্ব দিতে হবে।' ভেটো ক্ষমতা ছাড়া বা সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন পৃথক স্থায়ী সদস্যের নয়া শ্রেণি তৈরির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে ভারতের তরফে।

রাষ্ট্রসংঘে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, 'ভেটো ক্ষমতা নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট, ভেটো ক্ষমতা বহাল থাকলে, সংস্কার হওয়া পরিষদের সব স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা থাকতে হবে। যতদিন এই ক্ষমতা থাকবে ততদিন সংস্কার করা নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্যেরই তা ভোগ করা উচিত।' ভেটো ছাড়া নতুন স্থায়ী সদস্যের শ্রেণি তৈরি করলে সেক্ষেত্রে দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘে 'সেকেন্ড ক্লাস' সদস্য হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি। বলেন, 'এতে পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মৌলিক কোনও পরিবর্তন আসবে না। বরং ৫ সদস্যই রাষ্ট্রসংঘে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।'

শুধু তাই নয়, ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া উচিত বলে মনে করেন হরিশ। বলেন, 'ভেটো সংযমের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়।' রাষ্ট্রসংঘকে আয়না দেখিয়ে ভারত জানায়, 'এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ২০০টি প্রস্তাব পেশ হয়েছে, এতে ভেটো পড়েছে ৩৩১ বার। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা পরিষদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে।'

কানাডা থেকে গ্রেপ্তার 'ওয়ান্টেড' গ্যাংস্টার অমৃতপাল সিং

টরেন্টো ও চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর: ভারতের অন্যতম 'ওয়ান্টেড' গ্যাংস্টার অমৃতপাল সিং বাঠকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কানাডা থেকে। গত সপ্তাহেই আমেরিকায় গ্রেপ্তার হন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' দুই গ্যাংস্টার হিমাংশু ভাউ এবং নারজ ফরিদপুরিয়া। সেই গ্রেপ্তারির পর পঞ্জাবের পলাতক গ্যাংস্টার অমৃতপালকেও গ্রেপ্তার করা হল। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

পঞ্জাব পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যে খুন, তোলাবাজি, অপহরণ-সহ ২০টি মামলা রয়েছে অমৃতপালের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালে ঝওয়ালের পঞ্চায়েত প্রধান অবন কুমারকে খুনের মামলায় অমৃতপালের নাম প্রকাশ্যে আসে। তার পরই তাঁকে 'ওয়ান্টেড' ঘোষণা করে পুলিশ। সেই ঘটনার পরই কানাডায় পালিয়ে যান অমৃতপাল। সেখান থেকেই পঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর অপরাধের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিলেন।

পঞ্জাব তরনতারনের বাসিন্দা অমৃতপাল ওরফে হরপ্রীত সিং। পুলিশ সূত্রে খবর, অমৃতপালের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছিল। কানাডার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় অমৃতপালের গ্রেপ্তারির জন্য। বেশ কিছু দিন ধরেই অমৃতপালের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল সে দেশের পুলিশ। সোমবার কানাডার একটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অমৃতপালকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, পঞ্জাব পুলিশের একটি দল কানাডার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। অমৃতপালকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তরনতারনের সিনিয়র পুলিশ সুপার সুরিন্দর লাম্বা।

তিনি বলেন, 'দেশের গোয়েন্দা সংস্থা অমৃতপালের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল। সেই সূত্র ধরেই কানাডা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অমৃতপালের গতিবিধির উপর নজরদারি রাখা হচ্ছিল।'

ময়দান

৩৫ বলে সেঞ্চুরি, অভিষেকের বিশ্বরেকর্ডের ঝড়!

নিউ জিল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ পকেটে ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন অভিষেক শর্মা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ৩৫ বলে শতরান করে একাধিক নজির গড়লেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং করলেন বৈভব সূর্যবংশীও। দুই তরুণের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে কার্যত একপেশে হয়ে গেল ম্যাচ। ১৯৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪০ বল বাকি থাকতেই ছয় উইকেটে জয় তুলে নিল ভারত। সেই সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পরপর তিনটি ম্যাচ জিতে সিরিজও নিজেদের পকেটে পুরে নিল টিম ইন্ডিয়া।

অভিষেকের এই ইনিংস শুধু ভারতকে জয় এনে দেয়নি, ব্যক্তিগত রেকর্ডের তালিকাতেও তাঁকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। মাত্র ১৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর ৩৫ বলেই তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যান তিনি। এর আগে ৩০ বলে সেঞ্চুরি করার নজিরও রয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম শতরানের দৌড়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ বারবার দিয়েছেন এই ভারতীয় ব্যাটার। চারটি টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি করে ভারতীয়দের মধ্যে সূর্যকুমার যাদবের নজির স্পর্শ করেছেন অভিষেক। এই তালিকায় তাঁর সামনে রয়েছেন শুধু রোহিত শর্মা। পাশাপাশি, ১৯৬-এর স্ট্রাইক রেটে চারটি শতরান করার নজিরও তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটের বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রেয়স আইয়ার। ভারতীয় দলে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। তবে বল হাতে ফের হতাশ করেন ভুবনেশ্বর কুমার। চার ওভার বল করে ৪০ রান দিলেও কোনও উইকেট পাননি তিনি। ফলে পরের ম্যাচগুলিতে তাঁর সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের হয়ে ব্যাট হাতে লড়াই করেন ফিন অ্যালেন ও ড্যারিল মিচেল। ২৫ বলে ৪০ রান করেন অ্যালেন। মিচেলের ব্যাট থেকে আসে ৫২ বলে অপরাজিত ৮৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। তাঁর ব্যাটিংয়ের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৯৮ রান তোলে কিউয়িরা। ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল ১৯৯ রান। কিন্তু সেই রান তুলতে যে এত কম সময় লাগবে, তা সম্ভবত ভাবতে পারেননি নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররাও।

রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ভারতীয় ওপেনারদের। এদিন বৈভব সূর্যবংশীকে ওপেন করতে পাঠানো হয়। সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা কার্যকর, তা দ্রুত বুঝিয়ে দেন তরুণ ব্যাটার। অভিষেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। মাত্র ১৯ বলে ৪৫ রান করেন বৈভব। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও চারটি ছক্কা। দুই ওপেনারের দাপটে মাত্র পাঁচ ওভারেই ১০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যায় ভারত। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এত কম সময়ে দলগত শতরানের নজির আগে দেখা যায়নি।

তবে দিনের সমস্ত আলো নিজের দিকে টেনে নেন অভিষেক। তাঁর ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও ১১টি ছক্কা। বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারিতে সাজানো এই ইনিংসে শুরু থেকেই বোলারদের কোনও সুযোগ দেননি তিনি। ১৫ বলে হাফসেঞ্চুরি করার পর তাঁর ব্যাটিংয়ের গতি আরও বাড়তে থাকে। একসময় মনে হচ্ছিল, মাত্র ৩০ বলেই দ্বিতীয়বারের জন্য টি-টোয়েন্টি শতরান করে ফেলবেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৩৫ বল লাগে তিন অঙ্কে পৌঁছতে। ৩৮ বলে ১১৩ রান করে আউট হন অভিষেক।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪০ বলের কমে তিনবার শতরান করার নজির রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট তিন ক্ষেত্রেই শতরান করে নিজের ধারাবাহিকতার প্রমাণ দিয়েছেন এই বাঁহাতি। পাশাপাশি, এক ইনিংসে ১০টির বেশি ছক্কা হাঁকানোর কীর্তিও এদিন নিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ এগিয়ে। এই নিয়ে তিনবার এমন ইনিংস খেললেন তিনি।

অভিষেক ও বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় পাওয়ারপ্লের মধ্যেই। বাকি কাজ শেষ করেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ছয় উইকেটে জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি সিরিজও জিতে নেয় ভারত। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এই দাপুটে পারফরম্যান্স আগামী ম্যাচগুলির আগে ভারতীয় শিবিরকে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ইংলিশ ফুটবল তারকাকে খোলা চিঠি বিরাটের

বন্ধুর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মাই ফ্রেন্ড' সাধারণ দু'টি শধ। কিন্তু কখনও কখনও এই সম্বোধনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে গভীর বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা। সাম্প্রতিক সময়ে নেটদুনিয়ায় এই শধবন্ধটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এবার সেই 'মাই ফ্রেন্ড' সম্বোধনেই ইংল্যান্ডের ফুটবল তারকা হ্যারি কেনকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা তারকা বিরাট কোহলি। সমাজমাধ্যমে বন্ধুর উদ্দেশে তাঁর লেখা খোলা চিঠি ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে অনুরাগীদের। দুই ভিন্ন খেলার দুই মহাতারকার সম্পর্ক যে শুধুমাত্র মাঠের লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল কোহলির বার্তায়।

ক্রিকেট এবং ফুটবল, দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা খেলা। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে নিজেদের ধারাবাহিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সাফল্যের মাধ্যমে আলাদা জায়গা তৈরি করেছেন বিরাট কোহলি ও হ্যারি কেন। দীর্ঘদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা। এবার কেনের কেরিয়ারের বিশেষ মুহূর্তে সেই বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটালেন ভারতীয় ক্রিকেট তারকা।

সোমবার হ্যারি কেনের কেরিয়ারে যুক্ত হয়েছে এক বিরাট সাফল্য। প্রথমবার ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্মান পেয়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা ফুটবলার। ফুটবল দুনিয়ায় ব্যক্তিগত সাফল্যের অন্যতম বড় স্বীকৃতি এই পুরস্কার। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং কঠিন পরিস্থিতি সামলে এগিয়ে চলার স্বীকৃতি হিসাবেই কেনের এই সাফল্যকে দেখছেন তাঁর অনুরাগীরা। বন্ধুর এমন কৃতিত্বে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত বিরাটও।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে কেনকে উদ্দেশ্য করে একটি আবেগঘন বার্তা লেখেন কোহলি। সেখানে বন্ধুর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এবং খেলার প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন ভারতীয় তারকা। বিরাটের বক্তব্য, এত বছর ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার চাপ সামলেও যেভাবে কেন নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ব্যর্থতা এলেও হাল না-ছেড়ে ফিরে আসার মানসিকতাই তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

কেনের উদ্দেশে বিরাটের বার্তার মূল সুর ছিল ভালোবাসা ও গর্ব। বন্ধুর এই সাফল্যে তিনি যে আন্তরিকভাবে খুশি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন নিজের লেখায়। একই সঙ্গে কেনের পরিবারকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার। তাঁর মতে, এই সাফল্য নিয়ে কেনের নিজেরও গর্ব করা উচিত। কারণ, দীর্ঘদিনের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল হিসাবেই এই স্বীকৃতি এসেছে। বিরাটের এই বার্তা প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে।

হ্যারি কেনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে, যাদের সংশ্লিষ্ট কাজের প্রকৃতিতে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে এইচ.এম.সি. এলাকার সড়ক বিভাগের কাজের জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দ্বারা নির্দিষ্ট ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ https://www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৩.১১.২০২৬ **বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং **WB-HMC/NIT/ED/27/EE-II/26-27** তারিখ ২৭-১০-২০২৬
১০০(১)/২৬-২৭
২৭.১০.২৬
সচিব
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of S.W.M. Vehical Shade at Karmatirtha Math in ward no-05 within Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/56/BM/2026-27/ PWD(2nd Call)
Date: 27.10.2026
Tender ID: 2026 MAD 1047224_1
1. Bid Submission Start date **27.10.2026 at 18.00 PM.** 2. Prebid meeting date-**31.10.2026 at 12.00 PM.** 3. End date-**03.11.2026 at 18.00 PM.** 4. Bid opening date: **05.11.2026 at 18.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
নং এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ **তারিখ ২৬.১০.২০২৬**
চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/বিআই, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক **নভেম্বর, ২০২৬-এর** নিম্নলিখিত **ই-নিলাম কর্মসূচি** আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	অধিক্ষেত্র	তারিখ		
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ	১৩.১১.২০২৬	২০.১১.২০২৬	২৭.১১.২০২৬
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ	০৩.১১.২০২৬	১৮.১১.২০২৬	২৫.১১.২০২৬
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ	১২.১১.২০২৬	১৯.১১.২০২৬	২৬.১১.২০২৬
৪.	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	১২.১১.২০২৬	২৩.১১.২০২৬	৩০.১১.২০২৬
৫.	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৫.১১.২০২৬	১৩.১১.২০২৬	২৬.১১.২০২৬
৬.	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৪.১১.২০২৬	১৯.১১.২০২৬	২৭.১১.২০২৬
৭.	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	০৬.১১.২০২৬	১৬.১১.২০২৬	২৫.১১.২০২৬

STORES-47/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No -16/DPS/2026(2nd Call)
Memo No - 524/DPS/2026
Dated-14/10/2026
Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites Tenders for 2(Two) nos of work closed on 3.11.2026 at 06.55 PM.
Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti
Dubrajpur, Birbhum

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
S.N.I.T.NO. WBIW/EE/ MHQD/SNIT-04/2026-27
Offline SNIT-Tender is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 04 (four) nos. emergent work under SDS (M). Last date of Submission of Tender **03.11.2026 upto 14:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in**

Office of the
JASHAHARI ANUKHA-II GRAM PANCHAYAT
Vill - Dohalia, P.O- Kandi, Dist-Murshidabad
NIQ. No:- 01/JA-2 GP/2026-27 of 15 th F.C 02/JA-2 GP/2026-27 of 15 th F.C 03/JA-2 GP/2026-27 of 15 th F.C 04/JA-2 GP/2026-27 of 15 th F.C
Date of publishing:- **27/10/2026 from 3.00 p.m.** Last date of Submission of Quotation paper : **05/11/2026 up to 3.00 p.m.** Dte of opening: **05/11/2026 at 3.30 p.m**
For any information contact with the undersign
Sd/-Prodhan
Jashahari Anukha-II G.P, Kandi Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 22.09.2026, at about 20.22 hrs, Outside the track at DN ML at KM 17/08 - 17/06 in between SRP-RIS, Description of this Dead body is: **Age**- 60 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 2 Inch (Approx), **Build**-Medium, **Hair**- White, **Wearing** - Pink full shirt, ash full pant and blue jangia (Cozi). Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D 1628(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
WBPWD/SSEKHEC/KSHED/eNIT06/26-27
e-Tender being invited by the SSEKHEC, PWD KIT Annex Building, 5th Floor, Kolkata-73 from the eligible contractors for Day to day operation of bed-cum-passenger & passenger lifts of different buildings within the premises of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata & its Annex Hospitals, Kolkata (For the period of one year). Tender ID:- 2026_WBPWD_5080322_1. Last date of submission: - 25-11-2026, 01:00 PM. may be seen at **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Senior Superintending Engineer, Kolkata Health Electrical Circle, PWD.
ICA- T19228(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of Annual Maintenance of entire electrical installation for Sub Station and B.C.ROY Memorial Building (B+G+9), compound light including day to day operation of Electrical Installation and all Diesel Generator Set (Existing and up coming all Electrical Installation) of B.C.ROY Memorial Building (B+G+9) in the premises of NRS Medical College and Hospital, Kolkata under NRSMC and H Electrical Sub-Division, P.W.Dte. vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-51/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5080463_1 Bid submission end date (online) for the job is 11.11.2026 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **http://tenders.wb.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- BISWANATH MALLICK, Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19236(3)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No. 12/BSD of 2026-27, E.E. - I, Alipore Division, PWD. Name of Work – Painting of road kerb and iron fencing along with repairing work at Median Boulevard on D. H. Road in stretches from Ch. 6.400 km to 14.486 km under Alipore Division during the year 2026-27. (Rs. 54,30,024.00) Bid Submission end date 13.11.2026 upto 15.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5081117_1. Details will be available from the web site http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Executive Engineer –I, Alipore Division, PWD.
ICA- T19261(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Renovation of EI Work including SITC of fire detection system of Pratyay Half Way Home building in continuation of complete civil renovation works at Lumbini Park Mental Hospital (Old Campus) Kolkata-700 039 vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-52/26-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5080519_1. Bid submission end date (online) for the job is 13/11/2026 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.wb.nic.in**, **https://tenders.wb.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- BIKASH DUTTA, Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.
ICA- T19238(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৮ অক্টোবর ২০২৬ • পেজ ৮

কোন্নগরে শ্রী অরবিন্দের বাড়ি

ইতিহাস, স্মৃতি ও এক মহামানবের শিকড়

বেবি চক্রবর্তী

হুগলি জেলার কোন্নগর শুধু কলকাতার উপকণ্ঠের একটি পুরনো জনপদ নয়; বাংলার ইতিহাস, নবজাগরণ, শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এই শহরের সম্পর্ক গভীর। সেই ঐতিহাসিক কোন্নগরের নাম উচ্চারণ করলেই যে কয়েকজন মনীষীর কথা মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ;পরবর্তীকালে যিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে 'শ্রীঅরবিন্দ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হন।

তাঁকে আমরা কখনও বিপ্লবী হিসেবে দেখি, কখনও কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে, কখনও দার্শনিক হিসেবে, আবার কখনও একজন যোগী ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে। তাঁর জীবনের এই বহুমাত্রিক পরিচয়ের পেছনে ছিল এক দীর্ঘ যাত্রা; পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক তরুণ থেকে ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম তাত্ত্বিক, এবং সেখান থেকে মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এক অনন্য দার্শনিক।

এই দীর্ঘ জীবনের শিকড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জড়িয়ে আছে কোন্নগরের সঙ্গে।

তবে একটি বিষয় শুরুতেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম কোন্নগরে হয়নি। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার তৎকালীন ৪, থিয়েটার রোডে তাঁর জন্ম হয়; বর্তমানে সেই স্থানটি ৮, শেক্সপিয়র সরণি এবং সেখানে শ্রীঅরবিন্দ ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে, কোন্নগর ছিল তাঁর পৈতৃক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত স্থান। কোন্নগর পুরসভার নিজস্ব ইতিহাস-বিবরণেও শহরটিকে শ্রীঅরবিন্দের ancestral abode বা পৈতৃক আবাসভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই কোন্নগরের 'অরবিন্দ ভবন'কে বোঝার অর্থ কেবল একটি পুরনো বাড়ি দেখা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি পরিবারের ইতিহাস, ঊনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক পরিবর্তন, ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাব এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক অসামান্য অধ্যায়।

কোন্নগর যে জনপদের সঙ্গে জড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দের পারিবারিক ইতিহাস —

কোন্নগর হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ। শহরটির ইতিহাস বহু পুরনো এবং ঊনবিংশ শতকে এখানে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কোন্নগর হাই স্কুল, কোন্নগর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি এবং ব্রাহ্মসমাজের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এই অঞ্চলের সামাজিক জাগরণের সাক্ষ্য বহন করে। কোন্নগর পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর হাই স্কুল এবং ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই পরিবেশেই শ্রীঅরবিন্দের পিতৃপরিবারের বসবাস ছিল। তাঁর পিতা ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ব্রিটিশ ভারতের চিকিৎসা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত একজন চিকিৎসক। তাঁর জীবনযাপন এবং চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রবল প্রভাব।

কৃষ্ণধন ঘোষের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরার পর কোন্নগরের রক্ষণশীল সমাজের একটি অংশ তাঁকে প্রচলিত শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বলেছিল বলে শ্রীঅরবিন্দ-সংক্রান্ত একটি বিশদ ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণধন ঘোষ সেই প্রথা মানতে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তীকালে কোন্নগর ছেড়ে চলে যান। এমনকি তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ি ও সম্পত্তিও বিক্রি করে দেন বলে ওই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম।

এই ঘটনাটি নিছক পারিবারিক একটি ঘটনা বলে মনে হলেও এর মধ্যে ঊনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক টানাপোড়েনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি দেখা যায়। একদিকে ছিল দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধুনিকতার প্রভাব। কৃষ্ণধন ঘোষের জীবন সেই সংঘাতের একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ।

আর সেই পরিবারের সন্তানই পরবর্তীকালে ভারতীয় ঐতিহ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরতম চিন্তাভাবনা করবেন;এই বৈপরীত্যই ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক।

'অরবিন্দ ভবন' এবং বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব

কোন্নগরের যে বাড়িকে বর্তমানে 'অরবিন্দ ভবন' নামে চিহ্নিত করা হয়, তা শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একটি ঐতিহাসিক স্মারক। কোন্নগর ঐতিহ্য পরিষদও নিজেদের দর্শনীয় ঐতিহ্যস্থানের তালিকায় 'অরবিন্দ ভবন'-কে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পৈতৃক বাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছে। একটি বাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেবল তার স্থাপত্যে নয়। কখনও কখনও বাড়িটি

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও সময়ের কারণে। অরবিন্দ ভবনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তেমন।

আজকের দর্শকের কাছে বাড়িটি একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে এটি ছিল একটি পরিবার, একটি সামাজিক পরিবেশ এবং একটি পরিবর্তনশীল বাংলার অংশ। এখানকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ঘোষ পরিবারের স্মৃতি, কৃষ্ণধন ঘোষের জীবন এবং সেই পারিবারিক উত্তরাধিকার, যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরি হয়ে উঠেছিলেন অরবিন্দ।

এই কারণে কোন্নগরের অরবিন্দ ভবনকে কেবল 'একজন বিপ্লবীর বাড়ি' বললে তার গুরুত্ব অনেকটাই কমিয়ে দেখা হয়।

এটি একই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের সামাজিক ইতিহাসের স্মারক, একটি পরিবারের আধুনিকতার দিকে যাত্রার স্মারক এবং ভারতের স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের পারিবারিক শিকড়ের স্মারক।

জন্মসূত্রে কলকাতা হলেও শিকড় কোন্নগরে

শ্রীঅরবিন্দের জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি কখনও কখনও দেখা যায়; কোন্নগরের সঙ্গে তাঁর এত গভীর সম্পর্কের কারণে অনেকে মনে করেন তিনি এখানেই জন্মেছিলেন। বাস্তবে তাঁর জন্ম কলকাতায়।

১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার ৪, থিয়েটার রোডে তাঁর জন্ম। বর্তমানে ওই ঠিকানাটি ৮, শেক্সপিয়র সরণি। সেখানে পরবর্তীকালে 'শ্রীঅরবিন্দ ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটিই তাঁর জন্মস্থান হিসেবে সংরক্ষিত। কিন্তু জন্মস্থান এবং পৈতৃক নিবাস;এই দুই বিষয় এক নয়। শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে কলকাতা তাঁর জন্মের স্থান, আর কোন্নগর তাঁর পিতৃপরিবারের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান।

এই পার্থক্যটি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিহাসের একটি স্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা মানেই তার মর্যাদা কমিয়ে দেওয়া নয়। বরং কোন্নগরের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বুঝতে পারি যে এটি শ্রীঅরবিন্দের পারিবারিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

কৃষ্ণধন ঘোষ অরবিন্দের পিতা এবং এক পরিবর্তনশীল যুগের প্রতিনিধি

শ্রীঅরবিন্দকে বোঝার জন্য তাঁর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের জীবনও বোঝা দরকার।

কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন চিকিৎসক এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছিলেন এবং দেশে ফিরে ব্রিটিশ ভারতের চিকিৎসা প্রশাসনে কাজ করেন। তাঁর জীবনধারায় ইউরোপীয় প্রভাব ছিল প্রবল।

শিশু অরবিন্দকে তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বড় করতে চেয়েছিলেন যেখানে ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব খুব কম থাকবে। পরবর্তী জীবনে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখেছেন যে তাঁর শৈশবের শিক্ষায় তাঁকে ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ইতিহাসের আশ্চর্য পরিহাস হল, সেই শিশুই পরবর্তীকালে ভারতীয় সভ্যতা, বেদ, উপনিষদ, গীতা, যোগ এবং আধ্যাত্মিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকার হয়ে উঠলেন।

কৃষ্ণধন ঘোষের আধুনিকতাবাদী মনোভাব এবং অরবিন্দের পরবর্তী ভারতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধান;এই দুইয়ের মধ্যে যেন একটি দীর্ঘ বৌদ্ধিক যাত্রার সূত্র লুকিয়ে আছে। আর সেই পারিবারিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূগোল হল কোন্নগর।

ইংল্যান্ড থেকে ভারতে অরবিন্দের আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন

অরবিন্দ ঘোষ অল্প বয়সেই ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। কেমব্রিজে পড়াশোনা করেন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্যও প্রস্তুতি নেন। কিন্তু দেশে ফিরে তাঁর জীবন ধীরে ধীরে অন্য পথে এগোতে শুরু করে।

তিনি প্রথমে বরোদা রাজ্যের প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করেন। একই সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃত, বাংলা এবং ভারতীয় দর্শনের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে।

এই পর্যায়ে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন শুরু হয়, তা পরবর্তীকালে তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিন্তানায়কে পরিণত করে।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতকে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, একটি গভীর সাংস্কৃতিক ও আত্মিক পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েও যেতে হবে। বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে স্বদেশি আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে, শ্রীঅরবিন্দ তার অন্যতম প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক মুখ হয়ে ওঠেন।

তিনি সাংবাদিকতা করেন, বক্তৃতা দেন এবং জাতীয় শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে যায়। কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশে তখন এক নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদ জন্ম নিচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কেবল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি নয়, বরং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ এই নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

এই সময় তাঁর জীবন কলকাতার বহু ঐতিহাসিক বাড়ি ও স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ১২ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ি, ২/১ ক্রিক রো-তে 'বন্দে মাতরম্'-এর কার্যালয়, বিভিন্ন বাসস্থান এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সাক্ষী।

অর্থাৎ কোন্নগরের পারিবারিক বাড়ি তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল না। কিন্তু তাঁর জীবনের ইতিহাসে কোন্নগর একটি ভিন্ন

ধরনের গুরুত্ব বহন করে;এটি তাঁর পারিবারিক শিকড়ের স্মারক।

আলিপুর বোমা মামলা এবং কোন্নগরের উল্লেখ

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় অধ্যায়গুলির একটি হল আলিপুর বোমা মামলা।

১৯০৮ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন। কারাবাসের সময় তাঁর সঙ্গে কোন্নগরের সম্পর্ক নিয়েও পুলিশের অনুসন্ধান হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দের নিজের কারাজীবনের স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁকে আগে সতর্ক করেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন তিনি কোন্নগরের কারও সঙ্গে পরিচিত কি না, সেখানে তাঁর বাড়ি আছে কি না। পরে পুলিশও তাঁকে কোন্নগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করে।

এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি দেখায়, কোন্নগরের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্পর্ক শুধুমাত্র পরবর্তী কালের স্মৃতিচর্চার বিষয় নয়; তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সময়কার নথি ও ঘটনাপ্রবাহেও এই স্থানটির উপস্থিতি ছিল।

কারাগার থেকে আধ্যাত্মিকতার পথে

আলিপুর জেল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে একটি গভীর পরিবর্তনের সূচনা করে।

কারাগারে থাকার সময় তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে তাঁর রাজনৈতিক কাজের পেছনে আরও বৃহত্তর একটি আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কাজ করছে।

কারামুক্তির পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছু সময় চললেও ধীরে ধীরে তিনি অন্য পথ বেছে নেন। ১৯১০ সালে তিনি চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরিতে চলে যান।

এরপর তাঁর জীবন মূলত যোগসাধনা, দর্শন, সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।এই পর্যায় থেকেই 'অরবিন্দ ঘোষ' ক্রমে 'শ্রীঅরবিন্দ' হয়ে ওঠেন।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ব্যক্তিমানুষ থেকে মানবতার বিবর্তন

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানবজীবনের একটি বৃহত্তর সম্ভাবনা।

তাঁর মতে মানুষ কেবল বর্তমান অবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়। চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের আরও উচ্চতর অবস্থায় উত্তরণ সম্ভব।

তিনি যোগকে শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির উপায় হিসেবে দেখেননি। তাঁর 'Integral Yoga' বা সমন্বিত যোগের ধারণায় মানুষের সমগ্র জীবন; মন, প্রাণ, শরীর এবং চেতনা;আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

পন্ডিচেরিতে তাঁর দীর্ঘ সাধনাজীবন এই চিন্তাকে আরও পরিণত করে। 'The Life Divine', 'Synthesis of Yoga', 'Essays on the Gita', 'Savitri' প্রভৃতি রচনায় তাঁর দর্শন ও সাহিত্যিক প্রতিভার অসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে।

কিন্তু এই বিশ্বজনীন দর্শনের সূচনা যে একটি নির্দিষ্ট পরিবার, নির্দিষ্ট সমাজ এবং নির্দিষ্ট ভূগোলের মধ্য দিয়ে; সেটিও মনে রাখা দরকার।

অরবিন্দ ভবন আজ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আজকের দিনে যখন শহরের পুরনো বাড়িগুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, তখন অরবিন্দ ভবনের মতো ঐতিহাসিক স্থাপনার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

একটি ঐতিহাসিক বাড়ি আমাদের শুধু অতীতের কথা বলে না। এটি একটি সময়ের জীবনযাত্রা, সামাজিক সম্পর্ক, স্থাপত্য, পারিবারিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কথা বলে। অরবিন্দ ভবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এখানে দাঁড়িয়ে একজন দর্শক শুধু শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ করেন না। তিনি ভাবতে পারেন ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা;যে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন সামাজিক চিন্তাকে বদলে দিচ্ছে, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে এবং ভারতীয় সমাজ নিজের আধুনিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

এই পরিবেশের মধ্যেই কৃষ্ণধন ঘোষের মতো একজন শিক্ষিত ভারতীয় আধুনিকতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

আর তাঁর সন্তান শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক অভিনব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

কোন্নগরের মানুষের কাছে অরবিন্দ ভবন

কোন্নগরের মানুষের কাছে অরবিন্দ ভবন নিছক একটি পুরনো বাড়ি নয়। এটি শহরের আত্মপরিচয়ের অংশ।

কোন্নগর পুরসভা শহরের ঐতিহ্যের তালিকায় শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

স্থানীয় ঐতিহ্যরক্ষাকারী সংগঠনগুলিও অরবিন্দ ভবনকে কোন্নগরের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে রেখেছে। এ ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব অনেক। কারণ ঐতিহ্য তখনই জীবন্ত থাকে যখন নতুন প্রজন্ম তার সঙ্গে পরিচিত হয়।

শুধু একটি ফলক লাগিয়ে বা বাড়িটিকে তালাবন্ধ রেখে ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা যায় না। তার ইতিহাসকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, নথি সংরক্ষণ করতে হয়, গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে হয় এবং স্থানীয় মানুষকে সেই ঐতিহ্যের অংশীদার করতে হয়।

অরবিন্দ ভবনকে ঘিরে ভবিষ্যতের ভাবনা

কোন্নগরের অরবিন্দ ভবনকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্য-পর্যটন পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে।

কোন্নগরে শুধু অরবিন্দ ভবনই নয়, আরও বহু ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে;পুরনো মন্দির, ব্রাহ্মসমাজ, প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যস্থল। কোন্নগর ঐতিহ্য পরিষদও এই ধরনের বহু স্থানকে একটি ঐতিহ্য-পর্যটন সার্কিটের আওতায় আনার কথা বলেছে।

অরবিন্দ ভবনকে কেন্দ্র করে একটি 'হেরিটেজ ওয়াক' করা যেতে পারে। সেখানে দর্শকদের সামনে শ্রীঅরবিন্দের পারিবারিক ইতিহাস, কৃষ্ণধন ঘোষের জীবন, ঊনবিংশ শতকের কোন্নগর এবং শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তী রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ধারাবাহিকতা তুলে ধরা যেতে পারে।

একটি আধুনিক ডিজিটাল আর্কাইভও তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে পুরনো দলিল, ছবি, চিঠি, মানচিত্র এবং স্থানীয় মানুষের স্মৃতিচারণ সংরক্ষিত থাকবে।

এতে শুধু পর্যটন বাড়বে না; গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।

জন্মভূমি ও পৈতৃক ভূমি; দুই স্মৃতির সেতুবন্ধন

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সঙ্গে যুক্ত দুটি স্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ;কলকাতার জন্মস্থান এবং কোন্নগরের পৈতৃক স্মৃতিস্থান।

কলকাতার ৮, শেক্সপিয়র সরণি তাঁর জন্মস্থানের স্মারক। সেই বাড়ি শ্রীঅরবিন্দ ভবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর জন্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অন্যদিকে কোন্নগরের অরবিন্দ ভবন তাঁর পারিবারিক শিকড়ের স্মৃতি বহন করে।

দুটি স্থানকে পাশাপাশি দেখলে শ্রীঅরবিন্দের জীবনযাত্রার একটি প্রতীকী মানচিত্র তৈরি হয়।

একদিকে জন্ম;কলকাতা। অন্যদিকে পারিবারিক শিকড়;কোন্নগর। তারপর ইংল্যান্ড, বরোদা, কলকাতার বিপ্লবী রাজনীতি, আলিপুর জেল, চন্দননগর এবং শেষ পর্যন্ত পন্ডিচেরি।

এই দীর্ঘ যাত্রায় স্থানগুলি শুধু ভৌগোলিক বিন্দু নয়; প্রতিটি স্থান তাঁর জীবনের একটি করে অধ্যায়ের প্রতীক।

ইতিহাসের কাছে আমাদের দায়িত্ব

অরবিন্দ ভবনের মতো বাড়ি সংরক্ষণ করার অর্থ শুধু ইট-পাথর সংরক্ষণ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি ও ইতিহাসও সংরক্ষণ করতে হয়।

আজকের প্রজন্ম যদি শুধু জানে যে 'কোন্নগরে অরবিন্দের বাড়ি আছে', কিন্তু কেন সেই বাড়ি গুরুত্বপূর্ণ তা না জানে, তাহলে ঐতিহ্যের বড় অংশই হারিয়ে যাবে। তাই প্রয়োজন নির্ভুল ইতিহাসচর্চা।

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম কোন্নগরে নয়;এ তথ্য যেমন স্পষ্টভাবে জানাতে হবে, তেমনই কোন্নগরের সঙ্গে তাঁর পৈতৃক সম্পর্কের গুরুত্বও যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। কারণ ইতিহাসকে সম্মান করার প্রথম শর্তই হল সত্যকে সঠিকভাবে জানা।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর জীবনকে একটি মাত্র পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি ছিলেন বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, সাংবাদিক, কবি, দার্শনিক এবং যোগী। তাঁর চিন্তার পরিসর ভারতের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে মানবচেতনার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই অসামান্য জীবনের শুরু হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু তাঁর পারিবারিক শিকড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রোথিত ছিল হুগলির কোন্নগরে।

তাই কোন্নগরের অরবিন্দ ভবনকে দেখা মানে কেবল একটি পুরনো বাড়ি দেখা নয়। এটি বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস দেখা; ঊনবিংশ শতকের আধুনিকতার ইতিহাস দেখা; কৃষ্ণধন ঘোষের মতো এক স্বাধীনচেতা চিকিৎসকের পারিবারিক জীবনকে স্মরণ করা; এবং শেষ পর্যন্ত এমন একজন মানুষের শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া, যিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে একদিন মানবতার আধ্যাত্মিক বিবর্তনের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

কোন্নগরের এই বাড়ি তাই একটি স্থাপত্যের চেয়ে বেশি কিছু। এটি স্মৃতি। এটি ইতিহাস। এটি একটি পরিবারের গল্প। এবং সর্বোপরি, এটি সেই মানুষটির পারিবারিক শিকড়ের স্মারক, যাঁকে ভারত ইতিহাসে 'শ্রীঅরবিন্দ' নামে স্মরণ করে।

যে মানুষটি একদিন ভারতকে শুধু একটি ভূখণ্ড হিসেবে দেখেননি; দেখেছিলেন এক জীবন্ত শক্তি হিসেবে; আর শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যেই এক উচ্চতর চেতনার সম্ভাবনা খুঁজেছিলেন।

কোন্নগরের অরবিন্দ ভবনের নীরব দেওয়াল তাই আজও যেন সেই দীর্ঘ যাত্রার কথা বলে; একটি পরিবারের আঙিনা থেকে জাতীয়তাবাদের উত্তাল মঞ্চে, সেখান থেকে কারাগারের নিঃসঙ্গতা পেরিয়ে, এবং শেষে এক বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক দর্শনের দিকে।

সেই কারণেই অরবিন্দ ভবন শুধু কোন্নগরের ঐতিহ্য নয়;এটি বাংলার এবং ভারতের বৃহত্তর ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান স্মারক।